শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৬ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।
কটন প্রেস।
৫৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

নাটকের আখ্যানভাগ বানভট্ট প্রণীত "হর্ষচরিত" হইতে গৃহীত। স্কন্দগুপ্ত সংক্রান্ত ঘটনাবলী ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়ে যতদূর সম্ভব মূল ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অভিনয়কালে দ্বিতীয় অঙ্কের সমস্ত দৃশ্যগুলি অভিনয় করা যদি অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে ঐ অঙ্কের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্য প্রথম অঙ্কের অন্তর্গত করিয়া (কিম্বা প্রথম (ক) অঙ্করূপে পরিগণিত করিয়া) অভিনয় করিলে এবং নাটকের তৃতীয়, চতুর্থ ও চতুর্থ (ক) অঙ্ককে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্করূপে পরিগণিত করিলে কোন অসুবিধা হইবে না। অভিনয়কালে বন্ধনী চিহ্নের অন্তর্গত পদগুলি ফাঁকে (অর্থাৎ তাহাদের উপর জোর না দিয়া) উচ্চারণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অঙ্কে সন্নিবিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকগুলি আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচনা করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

লেখক।

মুখবন্ধ

এই নাটকখানি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পুস্তকখানি আজকালকার মলয়সমীর নিষেবিত প্রেম মাধবী কুঞ্জের মৃদু ভ্রমর গুঞ্জন নহে। আজকাল পদ্যে, গদ্যে, নাট্যে সেইরূপ তরল প্রেমের স্রোত বহিয়া যাইতেছে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও শ্রোতা মণ্ডপের ন্যায় সেই উত্তপ্ত সদ্য বোতল মুক্ত তরল জিনিষটায় মসগুল হইয়া আছেন। রাজ্যশ্রীতেও প্রেম আছে কিন্তু তাহা তরল নহে, আনন্দ ঘন। যে মহাপুরুষ মানব জীবন সিন্ধুর গরল মন্থন করিয়া জীবের জন্য পরম করুণার অমৃত লইয়া আসিয়াছিলেন—এই নাটকের সমস্ত কলকোলাহল, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, প্রতারণা ও নিরাশ প্রণয়ের জ্বালা তাঁহারই করুণার একবিন্দু পাইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। যেমন কত নদ নদীর ভীষণ আবর্ত্ত, আহত সর্পের গর্জ্জনের ন্যায় তরঙ্গের ক্ষুব্ধ নিনাদ—তটভঙ্গকারী স্রোতের আস্ফালন প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িয়া স্থৈর্য্যলাভ করে, নাটকের শেষাঙ্কে প্রেম নৈরাশ্য, শোকার্ত্ত হৃদয়ের জ্বালা, প্রতিহিংসায় মর্ম্মান্তিক বেদনা সেইরূপ ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভ করিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার প্রেমের লালসায় বুকে আগুন লাগিয়াছিল, তিনি ভগিনীর স্নেহধারা-সিঞ্চনে সে আগুন নিবাইয়া দিয়াছেন—প্রতিহিংসার রক্তলোলুপ দৃষ্টিতে যিনি প্রতারকের হত্যা কামনা করিতেছিলেন, মহাভিক্ষুর কৃপায় তাঁহার সেই হিংস্রক দৃষ্টিতে করুণার উৎস সঞ্চারিত হইয়াছে। নাটকের প্রথম দিকটায় যে ঝড় বহিতেছিল—শেষদিকে সে ঝড় শান্ত হইয়া পুস্তকখানি মধুরান্ত ও বিরাগমহিমামণ্ডিত করিয়া দিয়াছে।

৭ বিশ্বকোষ লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
৭।৪।২৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ

প্রভাকরবর্দ্ধন ... ... থানেশ্বরের রাজা

রাজ্যবর্দ্ধন }
হর্ষবর্দ্ধন } ... ... ঐ রাজকুমারদ্বয়

বানভট্ট ... ... ঐ রাজকুলগুরু

সিংহনাদ ... ... ঐ সেনাপতি

স্কন্দগুপ্ত ... ... ঐ সহকারী সেনাপতি

ভণ্ডী }
কুন্তল } ... ... ঐ সেনানায়ক

অবন্তী ... ... ঐ সমরসচিব

... ... ঐ রাজপুরোহিত

অগ্নিমিত্র ... ... স্কন্দগুপ্তের বন্ধু

সম্বাদক ... ... রাজ্যশ্রীর অনুচর

সার্ব্বভৌম ... ... থানেশ্বরের জনৈক ব্রাহ্মণ

জনার্দ্দন ... ... বানভট্টের অনুচর

গ্রহবর্ম্মা ... ... কান্যকুব্জের রাজা

পারিজাতক ... ... কান্যকুব্জরাজের তাম্বূলবাহক

মালবরাজ ... ... মালবদেশের রাজা

মহীপাল ... ... মালবরাজের জনৈক সেনানায়ক

শশাঙ্ক ... ... গৌড়ের রাজা

পুণ্ডরীক ... ... থানেশ্বর রাজ্যস্থিত বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ

দিবাকরমিত্র ... ... বিন্ধ্যারণ্যস্থিত বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ

সভাসদ্‌গণ; পুরবাসীগণ, বন্দী, জ্যোতিষী, সেনানায়কগণ, নাগরিকগণ, সৈনিক, প্রতিহারী, দূত, ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুক।

স্ত্রীগণ

যশোবতী ... ... থানেশ্বর রাজমহিষী

রাজ্যশ্রী ... ... থানেশ্বর রাজের কন্যা

কণিকা ... ... রাজ্যশ্রীর সখী

জয়ন্তী ... ... স্কন্দগুপ্তের মাতা

জগদম্বা ... ... সার্ব্বভৌমের স্ত্রী

ভিক্ষুণীগণ, সখীগণ, পুরবাসিনীগণ, প্রতিহারিণী ইত্যাদি।

রাজ্যশ্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বরের মন্দির

(পূজানিরতা রাজ্যশ্রী)

রাজ্যশ্রী ।

আলেয়া কামোদ—সুরফাঁকতাল ।

বন্দে হরশঙ্করমনাদি প্রমথেশং
স্মরহরমনন্তং—শম্ভুং দিগম্বরং— ।
বিলসতি শশী ললাটে—জটাজুটে সুরগঙ্গা—
কটিতট বিলম্বিত ফণিমালং কপালং দধানং
বাদিত ডমরুশৃঙ্গং—
হিমভূধরশিখরবরকান্তং প্রশান্তং মহেশ্বরং ।

(বাণভট্টের প্রবেশ)

বাণভট্ট । (দেবতা প্রণাম করিয়া)
রাজেন্দ্রনন্দিনি ! পরিপূর্ণ এতদিনে
আরাধনা তব ; তুষ্ট দেব থানেশ্বর
তোমার পূজায় ; হইয়াছে স্বপ্নাদেশ

মোরে কহিতে তোমায়, যোগ্য পতি তব
মিলিবে অচিরে। পিতা তব যাঁর করে
তোমারে অর্পণ তরে করিবে মানস,
একাগ্রহৃদয়ে দেব মহেশ্বরে স্মরি
গলে তাঁর বরমাল্য করিও প্রদান।

রাজ্যশ্রী। যথা আজ্ঞা, দেব !

(নিষ্ক্রান্তা)

বাণ। সফল উদ্যম মম। কান্যকুব্জরাজ
গ্রহবর্ম্মা ঐকান্তিক চেষ্টায় আমার
করিয়াছে অঙ্গীকার করিতে গ্রহণ
প্রধানা মহিষীরূপে রাজনন্দিনীরে।
বিবাহ বন্ধনে যদি করিতে মিলিত
পারি এই দুই উচ্চ শৈব রাজকুল,
বেদ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কিছুকাল তরে
হবে স্থায়ী আর্য্যাবর্ত্তে। নতুবা অচিরে
"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" ছাইয়া ফেলিবে
আসমুদ্র হিমাচল ভারতের বিশাল গগন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপুরী

(প্রভাকরবর্দ্ধন ও যশোবতী)

প্রভা। আনন্দসংবাদ যশোবতি !
প্রজাপতি আশীর্ব্বাদে রাজ্যশ্রী তোমার
কান্যকুব্জ রাজলক্ষ্মী হইবে অচিরে ;
প্রার্থনা করিয়া পাণি গ্রহবর্ম্মা তায়
প্রেরিয়াছে দূত থানেশ্বরে।
রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে বংশমর্য্যাদায়
তার সম কেহ নাহি রাজন্যমণ্ডলে,
কহ তব অভিপ্রায়।

যশো। আর্য্যপুত্র !
হইয়াছে উপনীত বিবাহ বয়সে
তনয়া তোমার, করিতে হইবে তারে
সমর্পণ যোগ্য পাত্র করে,
কিন্তু মনে হ'লে সেই কথা
কি যেন অপরিজ্ঞাত বেদনার ভারে
অবসন্ন হয়ে আসে হৃদয় আমার !

প্রভা। অমূলক শঙ্কা তব, রাণি !
কল্যাণে তাহার করিয়াছে দ্বিজগণ
গ্রহশান্তি বিধিমতে, রাজকুলগুরু

পেয়েছেন স্বপ্নে দেবাদেশ
যে পাত্র মম হবে মনোমত
পরিণয় তার সনে হইবে বিধেয়।
বয়ঃপ্রাপ্ত তনয়ার উদ্বাহ বন্ধন
সনাতন সমাজ পদ্ধতি, অকারণে
ব্যতিক্রম তার নহে উচিত আমার ;
রাজা আমি—সমাজের নেতা।

যশো। আর্য্যপুত্র! ক্ষম প্রতিবাদ।
লোকাচার, সমাজ বন্ধন
মানবের স্বকৃত শৃঙ্খল ;
নাহি কণামাত্র স্থান তথা
ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার,
কি বুঝিবে এ অন্ধ সমাজ
কোন্ হৃদয়ের কোণে বেদনা কোথায়।

প্রভা। নাহি দোষ সমাজ ধারার, প্রিয়তমে,
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের কণিকা লইয়া
কত শত বর্ষ ধরি পূর্ব্বপুরুষেরা
গড়িয়া তুলেছে তারে কত সাবধানে
মানবের কল্যাণ কারণে।

যশো। ইচ্ছা হয় ছাড়ি এই ব্যর্থ অভিনয়,—
সাম্রাজ্য সমাজ লোকাচার,—রাজ্যশ্রীরে
বুকে ল'য়ে চলে যাই দূর দূরান্তরে,
রাখি তারে সঙ্গোপনে হৃদয়ের নিভৃত কোণায়,
নাহি যথা নির্ম্মম সমাজ ধারা,

আছে শুধু পূত মন্দাকিনীধারামত
মাতৃহৃদয়ের চির স্নেহের নির্ঝর।

প্রভা। যশোবতি! কেন ব্যথা দাও আপনারে
অনিশ্চিত অমঙ্গল ছায়া আনি মনে।
পিতা আমি,
আমারো হৃদয়ে বহে পবিত্র অপত্যস্নেহধারা
কর্ত্তব্যের কঠোর পাষাণরাশি ভেদি;
নহে কিন্তু বিচলিত অন্তর আমার।
মানবের সাধ্য যাহা তার শুভ তরে
হইয়াছে তাহা বিধিমতে অনুষ্ঠিত,—
তারপর সব ভাগ্যাধীন।

যশো। ক্ষম মোরে আর্য্যপুত্র! মনের আবেগে
করিয়াছি প্রতিবাদ বাসনার তব;
এ হৃদয় সদা তব ইচ্ছা অনুগামী।
যে দেবাদিদেবের করুণায়
ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ, অসংখ্য প্রাণীর
ন্যস্ত তব করে, করুণ মঙ্গল তিনি
তব দুহিতার, এই শুভ সম্মিলনে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ!
উপস্থিত রাজদ্বারে সাক্ষাৎ মানসে
বৌদ্ধ ভিক্ষু পুণ্ডরীক।

প্রভা। সসম্মানে লয়ে এস তাঁরে অন্তঃপুরে
সর্ব্বত্র অবাধ গতি ধর্ম্ম যাজকের।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

(রাজা ও রাণীর প্রণাম)

পুণ্ড। মহারাজ, অনাময় রাজ্যের ত সব ?

প্রভা। ভগবৎ কৃপাবলে সর্ব্বত্র মঙ্গল।
ভবদীয় কুশল ত সব ?

পুণ্ড। সুব্যবস্থা গুণে নৃপতির, সদা শান্তি বৌদ্ধমঠে ;
নাহি কোনো অমঙ্গল ছায়া।

প্রভা। নাহি বিঘ্ন কিছু ধর্ম্মপ্রচারের পথে ?

পুণ্ডি। সিদ্ধার্থ কৃপায় সদা সরল সে পথ
হইতেছে ক্রমে প্রসারিত অমিতাভ
পুণ্যজ্যোতিঃ, সরাইয়া ঘন আবরণ
সুধাকর ধারা যথা করে ধীরে ধীরে
উদ্ভাসিত অন্ধকার বক্ষ ধরণীর।
ভাবি সদা কবে এই ক্ষীণ চন্দ্রলেখা
পূর্ণশশধররূপে বিভাবিবে তব রাজ্যাকাশে
শান্তির রজতধারা অবিশ্রান্ত করি বরিষণ।

প্রভা। যেরূপে সে দিব্যজ্যোতি লভিছে বিস্তার
অচিরে পূরিবে তব বাসনা, সন্ন্যাসি !

পুণ্ড। নাহি কিন্তু, মহারাজ, সম্ভাবনা তার
পূর্ণ রাজশক্তি যদি পশ্চাতে তাহার
নাহি থাকে অনুক্ষণ। প্রার্থনা আমার

বহুবার নিবেদন করেছি, রাজন্,
আবার সে প্রার্থনা লইয়া
আসিয়াছি দ্বারে, তব।

প্রভা। ক্ষম অপরাধ মম, শ্রমণপ্রবর!
অসমর্থ আমি ধর্ম্ম প্রচারের পথ তব
সরল করিতে স্বীয় রাজশক্তি বলে।
করে মাত্র গচ্ছিত আমার
যক্ষের ধনের মত ধর্ম্ম প্রজাদের,
নাহি মম অধিকার বিনিময় করিতে তাহার
অন্য রত্ন সহ। যদি রাজ্যবাসী সবে
স্বেচ্ছায় বিধান তব করে আলিঙ্গন,
রাজশক্তি প্রতিবাদী হবেনা তাহার;—
অধিক ইহার মম অসাধ্য সম্প্রতি।

পুণ্ড। জিজ্ঞাসিতে পারি কি, রাজন্,
নিজ মনোভাব তব?
কভু হবে কি সেদিন
দীক্ষিত করিব যবে রাজ-দম্পতীরে?

প্রভা। নাহি বেশী সম্ভাবনা তাহার, শ্রমণ।
উপনীত রাজারাণী জীবনবেলার
প্রান্তভাগে, অতিবাহি অতি দীর্ঘ পথ,
নাহি আর মানস এখন
করিতে সন্ধান অভিনব আলোকের।
এ দীর্ঘ যাত্রার ক্ষুদ্র অবসর মাঝে
সামান্য পাথেয় যাহা করেছি সঞ্চয়

অভিলাষ তাই সযতনে বুকে ল'য়ে
চ'লে যাব বাকী পথটুকু।

(রাজ্যশ্রীর প্রবেশ)

রাজ্য। মাগো, বলনা কোথায়—

(সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল)

যশো। কর, মা, প্রণাম সন্ন্যাসীরে।

(রাজ্যশ্রী প্রণাম করিল)

যশো। আনন্দরূপিনী সদা তনয়া আমার
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী,
যাইবে অচিরে মা আমার পতিগৃহে
শূন্য করি অঙ্ক মম। বিচ্ছেদ বেদনা
সমাচ্ছন্ন করিতেছে হৃদয় আমার।

প্রভা। ইচ্ছা মম রাজ্যশ্রীরে করিতে অর্পণ
কান্যকুব্জ নরপতি গ্রহবর্ম্মা করে;
আশীর্ব্বাদ কর তারে, শ্রমণপ্রবর।

পুণ্ড। কান্যকুব্জ রাজকুল সমকক্ষ তব;
গ্রহবর্ম্মা রূপে, গুণে, বংশমর্য্যাদায়
যোগ্য তব তনয়ার। দেব অমিতাভ
বর্ষিবেন শান্তিধারা মিলনে তাদের।

প্রভা। প্রতিহারি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। কি আজ্ঞা, রাজন্?

প্রভা। শ্রমণপ্রবর এবে ক্লান্ত পথশ্রমে
লয়ে যাও তাঁরে শীঘ্র অতিথিমণ্ডপে,
কর্ম্মাধ্যক্ষে জানাবে আদেশ
নাহি যেন হয় কোন ত্রুটী
যথাযোগ্য সেবায় তাঁহার।

প্রতি। যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

(প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

প্রভা। লভুন বিশ্রাম এবে শ্রমণপ্রবর।

(রাজা, রাণী ও রাজ্যশ্রী নিষ্ক্রান্ত)

পুণ্ড। অপূর্ব্ব লক্ষণ এই রাজকুমারীর
স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত ললাটে!
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন পড়িতেছে ঝরি
ভবিষ্যৎ পুণ্যজীবনের শান্তি ধারা।
রাজকন্যা,—হবে রাজরাণী;
কিন্তু যদি
নাহি থাকে ভ্রান্তি কিছু ধারণার মম,
জীবনের মধ্যস্থল তার
ঘোর অন্ধকারময়!

তৃতীয় দৃশ্য

স্কন্দগুপ্তের বাটী

(স্কন্দগুপ্ত ও অগ্নিমিত্র)

স্কন্দ। সব শেষ, অগ্নিমিত্র !
যে আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু
ছিল এত দিন আলো করি
হৃদয়ের নিভৃত কন্দর,
তাহাও আসিল নিভে।
জীবন এখন শূন্য মম ; যেন এক
মূর্ত্ত অবসাদ, স্কন্ধে চাপিয়া আমার,
বিস্তারিছে লোল-জিহ্বা তার
গ্রাসিতে সমগ্র শক্তি মম।

অগ্নি। হোয়োনা হতাশ বন্ধুবর !
এখোনো ত রহেছে উপায়।
জানে রাজা এ রাজ্যের প্রধান সহায়
তব বাহুবল, সেই বলে আজ তিনি
শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত নৃপতি মণ্ডলে ;
পুত্রাধিক স্নেহ তিনি করেন তোমারে ;
যদি তুমি নিজে তাঁর কাছে
সাগ্রহে প্রার্থনা কর রাজ্যশ্রীর পাণি,
দেখাইয়া কতখানি হৃদয়ের তব

করিয়াছে অধিকার তনয়া তাঁহার,—
মনে কর পারিবেন তিনি অনায়াসে
উপেক্ষিতে প্রার্থনা তোমার ?

স্কন্দ। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ঘোর ভ্রান্তি অগ্নিমিত্র তব ;
এখনো জাননা তুমি শুষ্ক মর্য্যাদার
কতখানি অধিকার এই রাজকুলে।
নহে রাজ-বংশে জন্ম মম,—(তাই) নাহি অধিকার
রাজতনয়ার পানি করিতে গ্রহণ।

অগ্নি। পবিত্র উন্নত বংশে জনম তোমার।
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, কর্ত্তব্য নিষ্ঠায়
নাহি সমকক্ষ তব এ রাজ্যের মাঝে ;—
কিসের অভাব তব ?

স্কন্দ। সব আছে অগ্নিমিত্র ! অভাব কেবল
একটী দ্রব্যের, আভিজাত্য—আভিজাত্য, সখে !—
এক ফোঁটা রাজরক্ত ধমনীর কোনো প্রান্তভাগে।

অগ্নি। সে রক্ত আজ বহে যার দেহে,
পূর্ব্বপুরুষেরা তার ছিলনা সকলে
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে অধিকারী তার।
তাহাদের কোনো একজন
স্বীয় বাহুবলে কিম্বা বুদ্ধির কৌশলে
করেছিল প্রতিষ্ঠিত রাজত্ব নিজের।
আভিজাত্য অর্জ্জনের ধন। যদি থাকে
একাগ্র উত্তম তব.........

স্কন্দ। রক্ষা কর, অগ্নিমিত্র! মস্তিষ্ক আমার
নহে প্রকৃতিস্থ এবে ;
করিওনা প্রজ্বলিত সেথা
অভিনব তীব্র বহ্নিশিখা।

অগ্নি। ক্ষম মোরে বন্ধুবর! হিতকামী তব
চিরদিন আমি। শুধু উদ্দেশ্য আমার
দেখাতে তোমায়,—দর্পণের বিম্বমত,—
কত শক্তি ধর তুমি!
কি মহান্ সম্ভাবনা নিহিত তোমায়!

স্কন্দ। আচ্ছন্ন হৃদয় মম এক চিন্তাভারে,
নাহি স্থান অন্য ভাবনার।

অগ্নি। না দেখি উপায় আর। (যদি) থাকিত সে কাল
ছিল প্রচলিত যবে গান্ধর্ব্ব বিধান,
নিভৃতে সাক্ষাৎ করি প্রেয়সীর সনে
হৃদয়ের যবনিকা দিতে সরাইয়া ;
তার পর দিয়া মালা গলে
মৃদু হাস্য বিকশিত ফুল্ল বিম্বাধরে
অঙ্কিত করিয়া দিতে ক্ষুদ্র এক চুম্বনের রেখা,—
শীতল হইত সব জ্বালা।

স্কন্দ। ক্ষান্ত হও অগ্নিমিত্র! (নাহি) প্রবৃত্তি এখন
শুনিতে এ সব তব স্নিগ্ধ রসিকতা।
কি বুঝিবে তুমি, কি ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত
বহিতেছে দিবানিশি হৃদয়ে আমার!
(স্বগত) নাহি জানি কোন্ পথে নিয়ে যাবে মোরে।

(প্রকাশ্যে) শুনেছ কি হূনযুদ্ধে যাইতেছি আমি ?
ইচ্ছা মম সঙ্গে তুমি যাইবে আমার,—
কহ অভিপ্রায় তব।

অগ্নি। নাহি কিছু আপত্ত আমার।

স্কন্দ। প্রস্তুত রহিবে তবে, যাইতেছি আমি
গুরুদেব সহ এবে করিতে সাক্ষাৎ।

অগ্নি। চলিলাম রাজপুরী মুখে,
দেখি যদি পাই কিছু নূতন সংবাদ।

(অগ্নিমিত্র নিষ্ক্রান্ত)

স্কন্দ (স্বগত)। বাহুবলে অভিজাত্য লাভ !
থানেশ্বর রত্ন সিংহাসন !
বড় মোহকরী চিন্তা, মাদকতামাখা।

(চিন্তা করিয়া)
না, না, আমা হ'তে অসম্ভব তাহা।

(জোড় করে) রক্ষা কর গুরুদেব !
মহিয়সী জননী আমার !
স্নেহাশীষ বরষিয়া শান্ত কর এ দুর্ব্বার জ্বালা !

(প্রকাশ্যে) মা, মাগো !

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কেন, বৎস, ডাকিছ আমায় ?
একি ! চিন্তাক্লিষ্ট বদন তোমার !
বিষণ্ণ, আবেগভরা নয়নের ভাব,
রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস,—যেন প্রকাশিছে সবে

বহিছে ঝটিকা তব হৃদয়ের মাঝে।
কি হয়েছে স্কন্দ ?

স্কন্দ। কিছু না, জননি ! ক্ষণেকের অবসাদ শুধু
ক্লান্তিভরা জীবনের পথে,
আশা ও নিরাশা সদা বিক্ষেপিছে যথা
আলো আর ছায়া।
আশীর্ব্বাদ কর, মাগো, সেই পথ মাঝে
কর্ত্তব্য হইতে যেন না হই স্খলিত।

জয়ন্তী। কেন, বৎস, এ আশঙ্কা তব ?

স্কন্দ। মানবের মন, মাগো, স্বতঃই চঞ্চল—
না জানি কখন কিবা ঘটে।

জয়ন্তী। কিছু চিন্তা নাহি, বৎস !
স্বর্গগত জনকের তব
মহান্ আদর্শ সদা রাখিয়া সম্মুখে,
বলি দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ আবেগ, কামনা,
কর্ত্তব্যের পথে সদা চল উচ্চশিরে।
যতদিন সেই পথে রহিবে অটল
ততদিন জননীর আশীর্ব্বাদ তব
দেহ, মন, অন্তরাত্মা,—সর্ব্বস্ব তোমার
রাখিবে ঘেরিয়া রক্ষাকবচের মত।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

(জনার্দ্দন ও সার্ব্বভৌম)

জনা। কি সার্ব্বভৌম ঠাকুর! চলেছ কোথায় ?

সার্ব্ব। আর যাব কোথায় ? এই একবার—

জনা। আরে বুঝেছি,—বুঝেছি, আমারও সেই দশা। এখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রাজবাড়ীর হাওয়া থেকে একদণ্ড সরেছি ক দম্ বন্ধ হবার যোগাড়। ঐ যে তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে "যানে অর্দ্ধভোজন",—অর্থাৎ ভোজনের যেখানে সম্ভাবনা আছে তথায় দুচার বার যাওয়া আসা কর্‌লেই ভোজনের অর্দ্ধানন্দ হয়।

সার্ব্ব। আরে মুর্খ! ওটা "যানে" নয় "ঘ্রাণে"।

জনা। সে একই কথা, ঠাকুর! "যান" হলেই "ঘ্রাণ"। বলি— হাতে ওটা কি ?

সার্ব্ব। দেখ্‌তে পাচ্চনা ?—নস্যাধার।—

জনা। নস্যাধার না আলস্যাধার তা, উটি যে একটা গ্রন্থ! বাবা! তোমার নাসাগহ্বরেরই যখন অতবড় খোরাক, তখন তার নিম্নস্থ মহাগর্ত্তের যে কতখানি রসদের দরকার তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যাক্, এখন আসল খবরটা বল দেখি; গর্ত্তের ব্যবস্থার আর দেরী কত ?

সার্ব্ব। কি,—আমি রাজবাড়ীর একজন সভাপণ্ডিত! তুমি কি আমাকে একটা সামান্য ঔদরিক ব্রাহ্মণ মনে কর? যত বড় মুখ তত বড় কথা!

জনা। আরে দাদা! চট কেন? চট কেন? তোমার মত পণ্ডিতের যত পণ্ডা সব মণ্ডার মধ্যে। তা, দাদা—আমার সঙ্গে ঝগড়াটা ত জম্‌বে না,—দুজনেরই হৃদয়কুঞ্জে যে দিনরাত একই রাগিণী বাজ্‌ছে,—"দেহি লুচি সন্দেশ ফলারং"—

সার্ব্ব। দেখ জনার্দ্দন! তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌ছো। আমি তোমার নামে বাণভট্ট ঠাকুরের কাছে নালিশ কোর্‌বো যে তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অসম্মান কর। জান—এখনো এই ব্রাহ্মণদের জোরেই ধর্ম্মটা বজায় আছে।

জনা। আরে রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম; প্রায় গুটিয়ে এলো আর কি! যতদিন এই বুড়ো রাজা আর এই ভুষণ্ডী বামুনটা আছে ততদিন কোন রকমে ঠক্‌মক্ ক'রে চল্‌বে, তারপর সব একাকার। শুনেছ ত পুণ্ডরীক বড় রাজকুমারের কাছে বড় ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে। টোপ্ গিলিয়েছেন্—তবে খেলিয়ে তোলবার সুযোগ পাচ্ছেন্ না।

সার্ব্ব। তাই নাকি! তাই নাকি! তবেই ত বড় গোলযোগ।

জনা। আরে গোলযোগ ব'লে গোলযোগ, একেবারে ঘৃত ছানা দধি মণ্ডার অতল জলযোগ! আর যাই বল ভাই, তোমাদের বাপ্ পিতামহরা কি আরামের ব্যবস্থাটাই না ক'রে গেছেন। কোন-গতিকে একগাছা সুতো গলায় ঝুলিয়ে ফেল্‌তে পারলেই তিনি একবারে সমাজের মট্‌কায়,—প্রায় দেবতার কাছাকাছি! কি খাতির! তার পর, বার মাসে তের পার্ব্বণ,—নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে বিশাল উদর অচিরেই ঘৃতপক্ক হ'য়ে ওঠে। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই,—সেকালের মত গুরুর বাড়ীতে একবেলা খেয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে হয় না, বুড়ো বয়সে বানপ্রস্থ নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুর্‌তে হয় না,—এখন জন্ম হ'তে

মৃত্যু পর্য্যন্ত একটানা আরামের স্রোত, অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত উদরসাৎ, আর আনাসা টিকিপর্য্যন্ত নস্য ঠেসে বিছানায় চিৎপাত, তবে এমন দিন বুঝিবা আর থাকে না!

সার্ব্ব। তাই নাকি! তোমার কি মনে হয় বড় রাজকুমার রাজা হ'লে, বৌদ্ধ ধর্ম্মটা জোর ক'রে চালিয়ে দেবে? প্রজারা কি সেটা পছন্দ কর্‌বে?

জনা। পছন্দ না করারই কথা; তবে জান ত! এ দেশের লোক নূতন কিছু একটা পেলেই একবারে নেচে ওঠে, তা সে ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। এই ধর, তুমি যদি একটু গলাবাজি ক'রে ব'লে বেড়াতে পার যে জন্মভূমি জননীর মত, তার কোমল বুকে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা মহাপাপ, তা হ'লেই দেখবে তার পরদিন গ্রামে গ্রামে ভূমিকর্ষণ নিবারণী সভা ব'সে গেছে। আমার নিজের কথা যদি বল, আমার কাছে এ ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম সবই এক,—বৃহৎ গোলাকার আর ক্ষুদ্র গোলাকার,—তবে আমারও অবস্থাটা কি না অনেকটা তোমারই মত, তাই পুরোনোটাই ভাল লাগে; নূতনটাতে বিশেষ আপত্ত ছিল না, যদি একটু রস্‌কস্ থাক্‌তো, কিন্তু সেদিক একবারে সাফ্। বাবা! সে কি আজকাল পোষায়! কলিকাল, অন্নগত প্রাণ!

সার্ব্ব। তাইত হে জনার্দ্দন! বড় ভাবিয়ে তুললে যে!

জনা। না না, ভাবনার এখন তত কারণ নেই; তুমি যে ভয় কর্‌ছো সেটা বোধ হয় এত সহজে হ'য়ে উঠ্‌বেনা। আর বানভট্ট ঠাকুর রাজকুমারীর বিয়ের ব্যাপারটায় যে চাল্ চেলেছেন, তার ফলে এখন কিছুকাল তুমি নাকে নস্য ঠেসে নিরুদ্বেগে পরমার্থ চিন্তা করতে পারবে। যতদিন হিন্দু রাজাদের সিংহাসনের পাশে এক একটা এম্‌নি সিংহরেশে বামুন থাক্‌বে, ততদিন তোমাদের লুচিমণ্ডা মারে

কে? যাক্, এখন ভালয় ভালয় শুভকর্ম্মটা হ'য়ে গেলেই হয়। আবার রাজকুমারীর কোষ্ঠীর কথাটা……(স্বগত) আরে! কি বল্‌তে কি বলে ফেল্লুম্!

সার্ব্ব। কি বলছিলে ঐ কোষ্ঠীর কথা?

জনা। ও কিছুনা, কিছুনা,—এই রাজার মেয়ের কোষ্ঠীতে চিরকাল যা থাকে,—অর্থাৎ রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে। তা, ভগবান তাঁকে সুখে রাখুন, আমাদের এখন "মিষ্টান্নমিতরে জনা" টা শীঘ্র শীঘ্র হ'লেই হোলো। তা সার্ব্বভৌম ঠাকুর! ব্রাহ্মণীর মেজাজটা আজকাল কেমন?

সার্ব্ব। আরে সে কথা আর তুলোনা। আর একদিন হবে; বেলা হ'ল, অনেক কাজ আছে, এখন যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

জনা। আমিও দেখি যদি কিছু গব্যরসের যোগাড় করতে পারি। (স্বগত) আর একটু হ'লেই রাজকুমারীর কোষ্ঠীর কথাটা ব'লে ফেলেছিলাম আর কি! বাপ্‌রে বাপ্! সে কথা জানাজানি হ'লে আর বানভট্ট ঠাকুর আমার ঘাড়ে মাথা রাখ্‌তো না।

পঞ্চম দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপুরীর উদ্যান

(রাজ্যশ্রী, কণিকা ও সখীগণ)

সখীগণ।

মিশ্র বেহাগ—তেতালা।

ফুল্ল কমলদলে উল্লাসে অলি খেলে
মৃদুল হিল্লোলে ঢলে পড়ে গায় গায়।
কনক তপন ভাতি মাখিয়া বিলাসে মাতি
আবেশে গুঞ্জরি ফুলে ফুলে মধু খায়।
কুসুম কুঞ্জে কোকিলা ঝঙ্কার
এ মধু বসন্তে আনিছে বেদনা ভার,
শূন্য হৃদিমাঝে কাহার বাঁশরী বাজে
কোন্ পরাণে যেন পরাণ মিশিতে চায়।

(সখীগণ নিষ্ক্রান্ত)

কণিকা। রাজবালা ! অভিপ্রায় জননীর তব,
জানিতে তোমার ইচ্ছা কান্যকুব্জরাজ
গ্রহবর্ম্মা সহ পরিণয়ে। পাইলে তোমার
অভিমত, প্রত্যুত্তর দিবেন তাঁহারে
নরপতি।

রাজ্যশ্রী। অকারণ প্রশ্ন তব, সখি। পিতামাতা
যাঁর করে সমর্পণ করিবেন মোরে
আরাধ্য দেবতা তিনি মম।

যোগ্যাযোগ্য শুভাশুভ বিচারের ভার
জনক জননী করে। (কভু) চিন্তামাত্র তার
নাহি পায় স্থান মনে মম।

কণিকা। এ'ত হ'ল নীতিশাস্ত্র,
কহ তব হৃদয়ের কথা।

রাজ্যশ্রী। নাহি অন্য কথা সেথা। হিন্দুনারী আমি,
হৃদয় আমার রুদ্ধ দর্পণের মত,
কোন প্রতিবিম্ব নাহি পড়িবে তাহাতে
পতিসহ শুভদৃষ্টি বিনিময় আগে।
নাহি তথা আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার স্থান।

কণিকা। রাজকন্যা তুমি,—আছে প্রভেদ তোমার
সামান্যা বালিকা হ'তে।

রাজ্য। ছিল এককালে, সখি,—হইত যখন
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা। নৃপতিনন্দিনী
দেখে শুনে বেছে নিত জীবনের সাথী।
নাহি আর সে প্রথা এখন,
(তাই) জনক জননীকৃত নির্ব্বাচন'পরে
সম্পূর্ণ নির্ভর কুমারীর। তাঁহাদের দান,
কাচ কি কাঞ্চন, সদা পূজ্য সমভাবে,
অভীষ্ট দেবতারূপে সাধক যেমন
সমজ্ঞানে করে আরাধনা
শিলাখণ্ড কিম্বা রত্নমণ্ডিত প্রতিমা।
স্থির চিত্ত মম। শুধু কাঁদিছে পরাণ
মনে হ'লে ছেড়ে যেতে হবে

সুখের স্মৃতিতে ভরা এই রাজপুরী,
জনক জননী স্নেহক্রোড়, ভাইদের ভালবাসা,
সখীদের আদর যতন।

কণিকা। মনে হ'লে বিচ্ছেদের কথা
দুঃসহ বেদনাভারে ভেঙ্গে পড়ে হৃদয় আমার।

রাজ্য। যাইবে, কণিকা, তুমি সঙ্গে মম ;
সহিতে না পারি আমি বিচ্ছেদ তোমার।
আশৈশব একবৃন্তে দুটী ফুল মোরা,
রব চিরদিন পাশাপাশি।

(আলিঙ্গন)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বানভট্টের বাটী

বানভট্ট। হে পবিত্র হিন্দুস্থান! কি মহিমা অন্তরে তোমার!
ওই হিমাদ্রির মত অচল অটল বক্ষে তব
যুগে যুগে নিত্য কত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত।
অবিরত অন্তর্দাহে জ্বলি, সহি সদা তীব্র ঝঞ্ঝাবাত,
এখনও জীবিত আছে অনন্ত সৌন্দর্য্য মাখা
সনাতন সত্তা তব।
(কভু) হবে কি সেদিন, যবে সন্তান তোমার
ছাড়িয়া অভ্যস্ত তার শিক্ষা বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা,
উদাত্ত প্রণব মন্ত্রে পূর্ণ করি সিন্ধু হ'তে গিরি
আবার উঠিবে গাহি তেমনি গম্ভীর স্বরে
সুধামাখা সেই সামগান!

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

এস, বৎস।

স্কন্দ। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেব! যাইতেছি হূনযুদ্ধে আমি;
আসিলাম আশীর্ব্বাদ লভিবার আশে।

বান। শুনিয়াছি আদেশ রাজার। হূনজাতি
সীমান্ত প্রদেশে আসি করিছে লুণ্ঠন
প্রজাদের সর্ব্বস্ব আবার; খণ্ডযুদ্ধে
এতদিন হয় নাই কোনও ফলোদয়,

তাই নৃপতির ইচ্ছা যথাযোগ্য সৈন্যযান সহ,
যুদ্ধযাত্রা করি তুমি
পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত করিবে তাদের,
যেন বহুবর্ষ ধরি নাহি পারে তারা
উঠাইতে মস্তক আবার।

স্কন্দ। প্রাণপণে রাজকার্য্য করিব সাধন,
ফলাফল ভাগ্যাধীন।

বান। স্কন্দগুপ্ত! বাহুবল অতুল তোমার,
যুদ্ধকালে স্থির বুদ্ধি, অদম্য সাহস।
একাগ্র হৃদয়ে যদি হও অগ্রসর,
সফল উদ্যম তব হইবে নিশ্চয়।
তোমাপ্রতি অগাধ বিশ্বাস নৃপতির,
এ রাজ্যের প্রধান সহায় তুমি।

স্কন্দ। গুরুদেব! আছি প্রতিশ্রুত
প্রাণপণে নৃপতির সাধিব মঙ্গল।
যতদিন রহিবেন তিনি সিংহাসনে,
ততদিন হৃদয়ের রক্তধারা ঢালি
রক্ষিব তাঁহার রাজ্য।

বান। তারপর!

স্কন্দ। তারপর দৃষ্টি মম নাহি চলে আর,
মনে হয় সব যেন কুজ্মটিকা ঘেরা।

বান। কেন? কারণ ইহার?

স্কন্দ। হতাশার চাপে ভগ্ন হৃদয় লইয়া
দীর্ঘকাল নাহি চলে যুদ্ধ ব্যবসায়।

কি করিবে থানেশ্বর রাজ
ল'য়ে অকর্ম্মণ্য ভৃত্য আমার মতন ?

বান। স্কন্দগুপ্ত! অকারণ অভিমান তব ;
অতিপ্রিয় তুমি নৃপতির ; যাহা সাধ্য তাঁর
তোমারে তাহা দিয়াছেন তিনি।
আকাঙ্ক্ষারও সীমা আছে।

স্কন্দ। গুরুদেব! কিছু মাত্র সীমা নাহি তার।
সীমা—ছিল এককালে,
(যবে) দরিদ্র পিতার গৃহে
স্নেহময়ী জননীর কোলে,
দীনভাবে যাপিতাম সামান্য জীবন।
উৎপাটিত করি সেই পুণ্য ভূমি হ'তে
কে আনি রোপিল মোরে রাজার উদ্যানে ?
উচ্চ আশা কে দিল হৃদয়ে ?
পশ্চাতে ছুটিয়া যার বাড়িয়াছে পিপাসা কেবল!

বান। স্কন্দগুপ্ত! অপকর্ম্ম করি নাই কিছু ;
ছিল পড়ি অনাদরে অন্ধকার কোণে
মহারত্ন তোমার মতন, তাই আনি তারে
মণিকার করে মাত্র করেছি অর্পণ।
যথাসাধ্য করেছি প্রয়াস
উজ্জ্বল করিতে তারে।
ইহা যদি অপরাধ,—অপরাধী আমি।

স্কন্দ। ক্ষম মোরে গুরুদেব! হৃদয় আবেগে
অসংযত রসনা আমার ; করিয়াছি

প্রতিবাদ উন্মত্তের মত। জানি আমি
কি গভীর স্নেহ তব আমার উপর,
কত উচ্চ আশা মম করেছ পূরণ ;
তাই, আশা ভঙ্গ হ'লে আসে অভিমান।

বান। ত্যজ অভিমান, বৎস !
জান তুমি কি মহান্ উদ্দেশ্য আমার ;
তব বাহুবল মম সাধনার পথে
কত আবশ্যক ! তাই জীবন তোমার
বড় মূল্যবান মোর কাছে।
আছে বিশিষ্ট কারণ
যার তরে এই এক আকাঙ্ক্ষার তব
সমর্থন আমা হ'তে অসম্ভব।

স্কন্দ। কি কারণ, দেব ?

বান। আছি প্রতিশ্রুত তাহা রাখিতে গোপন।
তবে এই মাত্র আমি পারি প্রকাশিতে,
নাহি কিছু সম্পর্ক তাহার
তোমার যোগ্যতা সহ ;
কারণের মূল মর্ম্ম তোমার মঙ্গল।

স্কন্দ। না চাহি জানিতে আর। নিঃসন্দেহ মনে
চিরদিন তব বাক্য করেছি গ্রহণ ;
আজিও করিতে তাহা করিব প্রয়াস।

বান। সায়ংসন্ধ্যার মম কাল উপনীত।
(স্কন্দগুপ্তের মস্তকে হস্ত দিয়া)
যাও, বৎস ! রণাঙ্গনে একাগ্র হৃদয়ে ;
মম আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী।

(নিষ্ক্রান্ত।)

স্কন্দ। (স্বগত) অদ্ভুত ব্রাহ্মণ! এ কি জানে ইন্দ্রজাল?
আসিলে সম্মুখে তার, দৃষ্টিমাত্রে যেন
হরে সব শক্তি মম।
মন্ত্রমুগ্ধ অজগর মত
নাহি পারি তুলিতে মস্তক।
(চিন্তা করিয়া) "বিশিষ্ট কারণ!"—মঙ্গল মম নিহিত তাহাতে!
গুরুদেব! ভাবিয়াছ স্নিগ্ধ বাক্যজালে
রোধিবে প্রমত্ত এই হৃদয়ের গতি!
(চিন্তা করিয়া) না না, অকারণ সন্দেহ আমার!
ব্রাহ্মণ কভু নহে মিথ্যাবাদী।
তেজোময়ী মা আমার! দাও হৃদে বল,
কর্ত্তব্যের পথে যেন রহি অবিচল।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপুরীর সম্মুখস্থ পথ

(পীতবাস পরিধান করিয়া নগরবাসিনী স্ত্রীলোকগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

ছোটিসি ননদি, ছোটেসে দেওরা।
ছোটেসে চারো কাহার।
ননদিকে লে চল্ বাজারো বাজার।
মেরা জিয়া না মানে রে।
মেরা জিয়া না মানে।

(নিষ্ক্রান্ত)

(জনার্দ্দন ও সার্ব্বভৌমের প্রবেশ)

জনা। কি সার্ব্বভৌম ঠাকুর! বলি, আনন্দ যে আর ধরে না; দন্তরুচি কৌমুদী যে ছড়িয়ে পড়্ছে!

সার্ব্ব। আরে ভাই, বড় আনন্দের দিন, বড় আনন্দের দিন।

জনা। সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তবে, ওদিকে চল্‌ছে কেমন?

সার্ব্ব। খুব চল্‌ছে, খুব চল্‌ছে। একি তোমার আমার ঘরের কথা হে? রাজারাজড়ার কাণ্ড! একেবারে বৃষোৎসর্গ ব্যাপার!

জনা। সে কি ঠাকুর? বিয়েতে বৃষোৎসর্গ কি? তুমি ত আচ্ছা পণ্ডিত?

সার্ব্ব। ঠিক বলেছি হে ঠিক বলেছি! উভয়তই বৃষ, তবে এক ক্ষেত্রে চতুষ্পদ, আর এক ক্ষেত্রে দ্বিপদ।

জনা। কি রকম?

সার্ব্ব। রকম আর কি? এই—বিয়ে জিনিষটা যারা করে তারা ঘোরতর বৃষ, কিনা, যাকে বলে চিনির বলদ। আর, উৎসর্গটি এমন ক'রে হয়—যে জীবনভোর আর মাথাটী গলাবার যো নেই। যাক্, তা তুমি ত বানভট্ট ঠাকুরের সঙ্গে রাজবাড়ীর অন্দর পর্য্যন্ত যাও। ভেতরের খবরটা একবার শুনি।

জনা। সে আর কি বল্‌বো ঠাকুর! বিপুল অয়োজন, বৃহৎ ব্যাপার! রং বেরং এর পতাকায় আর গাছের ডালে রাজপুরীটা ভ'রে গেছে; হাঁটবার রাস্তা পাওয়া ভার। তার ওপর যৌতুক দেবার হাতী ঘোড়াগুলো সাজিয়ে উঠোনে বেঁধে রেখেছে,—একটা যদি দড়ি ছেঁড়ে তা হলেই কুরুক্ষেত্র! অন্দর মহল আরও সরগরম। বড় বড় রাজারা সব সঙ্গে এক এক দল রাণী নিয়ে এসে পড়েছেন। কর্ত্তারা কোমর বেঁধে বাইরে খুব হাত পা নাড়ছেন, আর গিন্নীরা ভেতরে হীরে মুক্তোর বাহার উড়িয়ে, আর মৃগনাভি কস্তুরীর গন্ধ ছড়িয়ে আলতামাখা পায়ে নুপুর এঁটে, নেচে গেয়ে বাড়ী ফাটিয়ে তুল্‌ছেন। তারপর পুরীর চারিধারে লোকের ভিড় আর চেঁচামেচি, আর ঠিক সেইখানে প্রচণ্ড বাদ্যভাণ্ড, যেন ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে দেবে। বাবা পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম!

সার্ব্ব। তাই ত হে! এখন ফিরে যাব নাকি?

জনা। না না, ফির্‌তে হবে না, সোজা চলে যাও, তোমার

যোগাড় ঠিক আছে। তবে যেখানে বেশী ভিড় দেখবে সেখানে একটু পেট্‌টা গুটিয়ে নেবে, কেননা এতখানি বহর ছাড়্‌লে তার সীমান্ত প্রদেশে নজর রাখতে পার্‌বে না, সেখানে অবান্তর দু'চারটে গুঁতোগাতা এসে পৌঁছুতে পারে।

সার্ব্ব। তাই ত হে। বড় ভাবিয়ে তুল্লে যে!

জনা। কিছু না, দুর্গা ব'লে ঢুকে পড়। পেটে খেলে পিঠে সয়। আমি দেখি বানভট্ট ঠাকুর আবার গেলেন কোথায়। এই আছে ত এই নাই! বামুনের পায়ে যেন পুষ্পক রথ বাঁধা আছে!

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(বেদে বেদেনীর প্রবেশ)

বেদে বেদেনী।

তাল—কাশ্মীরী খেমটা

আমাদের রাজকুমারীর বিয়ে।
ঐ আস্‌ছে রাজার ছেলে টোপর মাথায় দিয়ে।
ঝাঁ গুড় গুড় বাদ্যি বাজে, হাতী ঘোড়া কতই সাজে
আহ্লাদে প্রাণ উথ্‌লে ওঠে গলায় গলায় হয়ে।
চল্‌রে সবাই দলে দলে, ডুবিয়ে দেবে হলুদ তেলে
পেট্‌টা মোদের উঠ্‌বে ফুলে দহিচুড়া খেয়ে।

(নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানেশ্বরের রাজসভা

(প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বানভট্ট, গম্ভীর, সিংহনাদ, কুণ্ডল, ভণ্ডী ও সভাসদ্‌গণ আসীন)

বন্দী। রাত্রিন্দিবস্ত্বং হরসি প্রজানাং
শোকঞ্চ দুঃখং হৃদি বর্ত্তমানং
সুখেষু স্বস্বাস্তি ন তে স্পৃহা ভো
বর্ত্তস্ব দীর্ঘং জনদুঃখহারি !
প্রভাতকালীন দিবাকরস্তে
তুল্যত্বমাপ্নোতি বর্দাস্ত যে চ
তে জ্ঞানহীনা প্রতিভাস্তি সর্ব্বে
দিবা হি রাত্রৌ সমকার্য্যকারী।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ ! বরপক্ষপ্রেরিত পারিজাতক নামক তাম্বুলবাহক রাজদ্বারে উপস্থিত।

প্রভা। তাঁহাকে সসম্মানে সভামধ্যে আনয়ন কর।

(পারিজাতকের প্রবেশ ও দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আভূমি প্রণতি)

প্রভা। কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মার সমস্ত কুশল ?

পারিজাতক। মহারাজ ! তাঁহার সমস্ত কুশল। তিনি রাজপুরী

প্রবেশ করিয়াছেন ও মহারাজের নিকট শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রভা। সভাসদ্‌গণ! চলুন আমরা সকলে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে যাই। প্রতিহারি! তাম্বুলবাহকের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা কর।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত ও ঐক্যতান বাদন)

(গ্রহবর্ম্মার হস্ত ধরিয়া প্রভাকরবর্দ্ধনের ও তৎপশ্চাৎ অন্যান্য সকলের প্রবেশ। রাজা স্বীয় সিংহাসনের পার্শ্বের সিংহাসনে গ্রহবর্ম্মাকে বসাইলেন। তৎপরে সকলে উপবিষ্ট হইল।)

(ঐক্যতান বিরতি)

গম্ভীর। (দাঁড়াইয়া বরের প্রতি)

আয়াতু ভদ্রকুশলং বদতু স্বকীয়ং
ভুক্তানি যানি ভবতা মহতা হি মার্গে
দুঃখানি তানি বিরতেন নিরাক্রিয়ন্ত্যং
সর্ব্বা সভা ভবত আগমনং বিরৌতি।

(জ্যোতিষীগণের প্রবেশ)

১ম জ্যোতিষী। মহারাজ! লগ্নকাল উপস্থিত। বরকে ভিতরে আসিতে অনুমতি করুন।

প্রভা। গুরুদেব! রাজপুরোহিত! উপস্থিত সভাসদ্‌গণ! আপনারা সকলে অনুমতি করুন।

সকলে। তথাস্তু।

তৃতীয় দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপুরীর অন্তঃপুর

(বিবাহমণ্ডপ)

(গ্রহবর্ম্মা ও রাজ্যশ্রী বস্ত্রাচ্ছাদিত)

পুরস্ত্রীগণ।

বাহার—আড়কাওয়ালী

এস, এস, হৃদয়ে এসহে সখা

প্রাণে প্রাণে হবে আজ গোপনে দেখা।

তুমি, নবীন প্রভাতে কুসুম ঘ্রাণ,

প্রথম বসন্তে মৃদু কুহুতান,

সরম শিহরিত নববধু বুকে তুমি

আ—ধ মেঘে ঢাকা চন্দ্রলেখা।

(আচ্ছাদন বস্ত্র অপসারিত হইল ও রাজ্যশ্রীকে গ্রহবর্ম্মার বামপার্শ্বে আনা হইল।)

পুরস্ত্রীগণ।

মিশ্র মুলতান—কাওয়ালী

তুমি নন্দন হ'তে বুঝি এসেছ।

মন্দার গন্ধে অন্তর ভ'রে দিয়ে

প্রথম পলকে ভাল বেসেছ।

নয়ন প্রান্তে তব ভাসিছে

স্বর্গের সুষমার জ্যোতি,

(তব) হৃদয় কুঞ্জ হ'তে আসিছে

অনন্ত প্রণয়ের গীতি ;

মনে হয়, সুন্দর, চির পরিচিত তুমি

যুগে যুগে যেন প্রাণে ভেসেছ।

চতুর্থ দৃশ্য

বিবাহবেদী

(প্রভাকরবর্দ্ধন, যশোবতী, বানভট্ট, গম্ভীর, হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও পুরজনবর্গ)

(শ্বেতপুষ্পাবৃত বিবাহবেদীতে গ্রহবর্ম্মা ও রাজ্যশ্রী উপবিষ্ট। চারিপার্শ্বে মৃন্ময় মূর্ত্তি মাঙ্গলিক ফল ধারণ করিয়া আছে। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত। বর কন্যাসহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন সেই সময় লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইল।)

গম্ভীর। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদত্যুর মাধবিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্য মানাং স্বাহা।

(হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান)

(বর ও কন্যা অগ্নিকে প্রণাম করিয়া বেদীতে বসিলেন)

বানভট্ট। অয়ং বরঃ সর্ব্বগুণৈঃ সমন্বিতঃ
ইয়ঞ্চ বালা রমণীষু চোত্তমা
সমানয়ংস্তুল্য গুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

প্রভাকর। (রাজ্যশ্রীর হাত গ্রহবর্ম্মার হাতে দিয়া)
ধর বৎস! এ অমূল্য রত্ন মম। ছিল
এতদিন আলো করি ভবন আমার,
উজ্জ্বল করিবে এবে রাজপুরী তব।

উভয়ে অভিন্নহৃদে ভোগ কর সুখে
পূর্ণ সফলতা ভরা দাম্পত্য জীবন।

যশোবতী। (রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া)
স্নেহময় জনকজননী অঙ্ক হ'তে
যাও মা, আনন্দময়ি! পতির হৃদয়ে—
চিরশান্তি নিকেতন তব।
সে পবিত্র পারাবারে ঢাল শতধারে
প্রীতি যমুনায় যুক্ত ভক্তি গঙ্গাধারা;
একমাত্র আরাধ্য দেবতা তব তিনি।

(গ্রহবর্ম্মার প্রতি)
লও বৎস! জননীর আশীর্ব্বাদ সহ
তাহার হৃদয় নিধি।
লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা আমার; আবির্ভাবে তার
রাজ্যের ঐশ্বর্য্য তব উঠুক উথলি।
রেখো সযতনে তারে,
ক্ষমিও তার শত অপরাধ।

গ্রহবর্ম্মা। তথাস্তু, জননি! হুতাশন সাক্ষী করি
ধর্ম্ম-পত্নী-রূপে তারে করিনু গ্রহণ।
দেবতার দান সম রাখিব আদরে,
হবে জীবনের সাথী আলোক আঁধারে।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

(স্কন্দগুপ্ত ও অগ্নিমিত্র)

স্কন্দ। অগ্নিমিত্র! রাজ্যশ্রীর বিবাহ যামিনী
আজি। এই ফুল্ল বসন্ত নিশীথে,
হইতেছে রাজবালা সুখে সমর্পিত
রাজকুমারের করে। বিবাহ উৎসবে
মত্ত রাজপুরী! আর আমি—একপাশে,
এ রাজ্যের দূর প্রান্তদেশে, আসি
পড়িয়াছি কক্ষভ্রষ্ট তারকার মত
অর্দ্ধ ভস্মীভূত হ'য়ে!
করিতেছি জীবন্ত মৃত্যুর সহ খেলা।

অগ্নি। অদৃষ্ট তোমার!

স্কন্দ। মানিনা অদৃষ্ট আমি, করেছি সংগ্রাম
আজীবন তাহার সহিত।

অগ্নি। করেছিলে—ছিল যবে হৃদয়ে তোমার
অনন্ত উত্তম, ইচ্ছাবল, একাগ্রতা।
নাহি আর সে দিন এখন;
হইয়াছে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল তোমার
বিষয়বুদ্ধির স্থলে, তাই হ'তে হবে
পূর্ণরূপে অদৃষ্টের দাস। ভাবিয়াছ

সংসারের অভিনয় এতই সহজ,
নিশ্চেষ্ট রহিবে তুমি নয়ন মুদিয়া
ধর্ম্মাধর্ম্ম ধ্যানে,—আর সফলতা আসি
দাঁড়াবে সম্মুখে তব মূর্ত্তিমতী হ'য়ে ?

স্কন্দ। কোথায় দেখিলে মম চেষ্টার অভাব ?

অগ্নি। অনর্থক উদ্যম প্রয়াস, যতদিন
মোহমদিরায় রক্ত নয়ন তোমার,
কার্য্যকালে না দিবে দেখিতে
কে শত্রু কে মিত্র তব।
জান তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিপথে
কে ছিল প্রধান অন্তরায় ?

স্কন্দ। কে ?

অগ্নি। শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুদেব তব।

স্কন্দ। অসম্ভব !

অগ্নি। সম্পূর্ণ সম্ভব ! আমি পেয়েছি সংবাদ
রাজতনয়ার সহ বিবাহে তোমার,
নাহি ছিল ততদূর অনিচ্ছা রাজার,
ছিল যত রাজ্যবর্দ্ধনের
আর গুরুদেবের তোমার।

স্কন্দ। হ'তে পারে রাজ্যবর্দ্ধনের ;
জানি বিষ-দৃষ্টি তার আমার উপর,
সেই দৃষ্টি করিয়াছে বিষে ভরা হৃদয় আমার।
একদিন সেই বিষ প্রচণ্ড আবেগে
উত্তপ্ত গৈরিক সম হইয়া উত্থিত

সমগ্র রাজত্ব তার ফেলিবে ছাইয়া।
কিন্তু গুরুদেব! তিনি হিতকামী মম,
অনিচ্ছার ছিল তাঁর বিশিষ্ট কারণ।

অগ্নি। কি কারণ?

স্কন্দ। নাহি জানি সবিশেষ তাহা।

অগ্নি। আমি জানি। একমাত্র কারণ তাহার
দুই শৈব রাজকুল করিতে মিলিত
এই বিবাহ বন্ধনে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির
তরে নিজ। ছিলে তুমি কণ্টক সে পথে,
(তাই) তুলিয়া তোমারে সাবধানে
রাজত্বের দূর প্রান্তে ক'রেছে নিক্ষেপ
ঠিক বিবাহ সময়ে।
যুদ্ধ ব্যবসায়ী তুমি,
কি বুঝিবে বক্র রাজনীতি?

স্কন্দ। না চাহি বুঝিতে আমি। হৃদয় আমার
মম হস্তচ্যুত ঋজু সায়কের মত
ছোটে সদা সরল রেখায়।
হ'তে পারে সে কারণ সহ
অপর কারণ কিছু ছিল বিজড়িত।

অগ্নি। যদি ছিল; থাক্ তবে, সে বিশ্বাস ল'য়ে
সুখে নিদ্রা যাও তুমি। কেন হা হুতাশ,
এই দীর্ঘশ্বাস?

স্কন্দ। অগ্নিমিত্র! রণক্লান্তি আসিছে ঘেরিয়া
অঙ্গ মম। তন্দ্রা অবসরে

ভাবিয়া দেখিব তব কথা।
পারি যদি, করিব প্রয়াস
কাটাইতে মোহমত্ত আঁখির রক্তিমা।
যাও, ভাই, করগে বিশ্রাম।

(অগ্নিমিত্র নিষ্ক্রান্ত)

স্কন্দ। (স্বগত) গুরুদেব!
আবার সন্দেহ কেন আসে এ হৃদয়ে?

ষষ্ঠ দৃশ্য

থানেশ্বর মন্দির

(গ্রহবর্ম্মা, রাজ্যশ্রী, প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বানভট্ট, গম্ভীর, পুরবাসী ও পুরবাসিনীগণ)

(গম্ভীর গ্রহবর্ম্মা ও রাজ্যশ্রীর উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতেছেন)

পুরবাসী পুরবাসিনীগণ।

(মূলতান—তেওরা)

রজত ভূধর বর—হে হর।

চন্দ্রশেখর, শিব জ্যোতির্ম্ময়, করহে মঙ্গল গঙ্গাধর হর।
গরল সঞ্চারে কণ্ঠে নীলমণি,
জটাতে কুলু কুলু করিছে সুরধুনি
ভ্রমর ঝঙ্কারে ঘন গরজে ফণী,
চরণ রঞ্জিত পত্রে মনোহর।
সতত রাম নাম বলিছে বদনে
শিঙ্গা ডমরু তার বাজিছে ঘনে ঘনে,
প্রেম বারি ধারা ঝরে ত্রিনয়নে,
নমামি শম্ভু শিব মহেশ্বর।

(যবনিকা পতন)

বিষ্কম্ভক।

পুণ্ডরীকের বিহার

(পুণ্ডরীক ও ভিক্ষুগণ উপাসনায় উপবিষ্ট)

দুই জন ভিক্ষু।

এয্যাঃ কার্য্যে প্রচলন বশাৎ ভক্তিদাঢ্যং প্রজাতং
দূরীকর্ত্তুং মনুজগুভদে বদ্ধবিত্তোসি ভূতঃ
নব্যঃ পন্থা বিরচিত অথ ভ্রান্তি হীনঃ সুরম্যঃ
বুদ্ধোবুদ্ধঃ প্রজয়িত ভুবি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মা সুধর্ম্মা।

সকলে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

পুণ্ডরীক। ভিক্ষুগণ,

দেব অমিতাভ মহা নির্ব্বাণ সময়ে
দিলেন এ উপদেশ শিষ্যে আপনার,
শুন সবে হয়ে অবহিত :—
চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা সংযত করিবে
ইন্দ্রিয় দমনে নির্ব্বাণের পথ পাবে।
আপনারে জাগ্রত রাখিয়া নিশিদিন
পরীক্ষা করিবে সদা আপন অন্তর
এরূপে সতর্ক হ'য়ে আত্মার রক্ষণে
পাইবে পরম সুখ সদানন্দকর।
করিওনা পাপ, সদা থাক সদাচারে,

শিক্ষা দানে কর শুদ্ধ অন্য হৃদয়েরে।
যাহার পবিত্র চিন্তা কার্য্য ও বচন
সুখ শান্তি হৃদে তার থাকে অনুক্ষণ।
জলে জন্ম কর্দ্দমের, জলে ধৌত হয়,
মনে অনুষ্ঠিত পাপ মনই করে লয়।

সকলে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

পুণ্ড। পবিত্র এ উপদেশবাণী,
অমৃত ধারার মত তোমাদের প্রাণে
করুক সতত নব শক্তির সঞ্চার।
যাও শুদ্ধ-আত্মা সবে, একাগ্র উদ্যমে
দেশ দেশান্তরে।
লঙ্ঘিয়া উত্তুঙ্গ গিরি, মহাপারাবার,
"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" করগে প্রচার।

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মালব রাজপুরী

(মালবরাজ ও গৌড়াধিপ শশাঙ্ক)

মালবরাজ। গৌড়েশ্বর, এই উপযুক্ত অবসর
কান্যকুব্জ আক্রমণে। থানেশ্বর রাজ
প্রভাকর মৃত আজ ছয়দিন। পেয়েছি সংবাদ
থানেশ্বরে অন্তর বিগ্রহ মেঘরাশি
হইতেছে ঘনীভূত, উঠিবে সত্বর
ভীষণ ঝটিকা! রাজ্যবর্দ্ধন এখন
অধিকাংশ সৈন্য লয়ে সীমান্ত প্রদেশে
ব্যাপৃত যুদ্ধে হুনদের সহ।
যদি পাই সাহায্য তোমার,
অবিলম্বে আক্রমিব কান্যকুব্জ রাজে।
নহে রাজা গ্রহবর্ম্মা প্রস্তুত এখন।
পাবেনা সাহায্য কিছু থানেশ্বর হ'তে।

শশাঙ্ক। সম্পূর্ণ সম্মতি মম এই অভিযানে।
দীর্ঘ দুই বর্ষ ধরি শ্বশুর জামাতা
একত্রে মিলিত হ'য়ে করেছে পীড়ন
বারম্বার আমাদের।

সহিয়াছি নত শিরে শত অপমান ;
প্রতিশোধ তার দিতে হবে এইবার।

মালব। ইচ্ছা মম অতর্কিতে কান্যকুব্জরাজে
করিবারে আক্রমণ। পুরাতন শত্রু সহ
নাহি আবশ্যক যুদ্ধনীতি প্রথামত
দূত মুখে সমর ঘোষণা।
কালক্ষয় নাহি করি আর
যাব আমি এ রাজ্যের সৈন্য লয়ে আগে ;
পশ্চাতে আসিবে তুমি সৈন্যসহ তব।
যদি থানেশ্বর-সেনা পাইয়া সংবাদ
সাহায্যার্থ হয় অগ্রসর,
রোধিবে তুমি গতি তাহাদের।

শশাঙ্ক। কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন।
অতীব প্রবল শত্রু, ঘুনাক্ষরে পাইলে সংবাদ
করিবে সমস্ত তার শক্তি একত্রিত।
আচম্বিতে ঝঞ্ঝাবাত মত
পড়িতে হইবে তার রাজ্যে পূর্ণবেগে।
দলিয়া তাহারে, তুমি আসিয়া মিলিবে
কান্যকুব্জ প্রান্তভাগে আমার সহিত।
তারপর মিলিত বাহিনী
হবে অগ্রসর থানেশ্বর জয় তরে।

মালব। থানেশ্বর জয় নহে সুসাধ্য তেমন
যতদিন স্কন্দগুপ্ত রহিবে তথায়
সৈন্যাধ্যক্ষরূপে।

দেখা যাবে অবস্থা বুঝিয়া
কি করা কর্ত্তব্য কান্যকুব্জ জয় করি ।
যাও ফিরি রাজ্যে তব, একত্র করিতে
সব সামন্ত তোমার। পূর্ণ শক্তি তব
হবে প্রয়োজন, যদি থানেশ্বর সেনা
হয় অগ্রসর কান্যকুব্জ অভিমুখে।

শশাঙ্ক। রহিবে নিশ্চিন্ত তুমি। যথাশক্তি আমি
রক্ষিব পশ্চাৎ তব।
মনে হয় উচিত এখন
অবন্তীরাজের কাছে সংবাদ প্রেরণ
সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া তাহারে।
একত্র হইলে এই তিন রাজ্য বল
কান্যকুব্জ জয় হবে অতীব সহজ।

মালব। অত্যন্ত উত্তম যুক্তি। পাইলে উত্তর
অবন্তীরাজের, তাহা জানাবে আমারে।

(নিষ্ক্রান্ত)

শশাঙ্ক (স্বগত)। নাহি যাব অগ্রে আমি। শাস্ত্রের বচন
চিরদিন শিরোধার্য্য মম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপুরী

(হর্ষবর্দ্ধন ও বানভট্ট)

হর্ষ। গুরুদেব! স্বর্গগত জনক জননী
গুরুভার করিয়া অর্পণ
আমাদের শিরে। দূর সীমান্ত প্রদেশে
ব্যাপৃত ভীষণ যুদ্ধে অগ্রজ আমার।
পিতার মৃত্যুর পর হ'তে দেখিতেছি
রাজকর্ম্মচারী মধ্যে বিসদৃশ ভাব
স্থানে স্থানে। সেনাদল ঈষৎ চঞ্চল।
একে পিতৃমাতৃশোকে আচ্ছন্ন হৃদয়
তদুপরি এই সব ভাবনা আসিয়া
করিয়াছে মনে ঘোর উদ্বেগ সঞ্চার।

বান। হোয়োনা অধীর, বৎস! পিতামাতা কভু
নাহি থাকে চিরদিন। যোগ্য প্রতিনিধি
রাখি তোমাদের মত, গিয়াছেন তাঁরা
নিজ নিকেতনে ফিরি, সংসার সংগ্রামে
হইয়া বিজয়ী। লভুক শান্তি আত্মা তাঁহাদের।
রাজ্য মধ্যে কথঞ্চিৎ বিসদৃশ ভাব
আমিও করেছি লক্ষ্য। চিন্তার কারণ
কিছুমাত্র নাহি তব। প্রেরিয়াছি দূত

রাজ্যবর্দ্ধনের কাছে, উপদেশি তারে
অবিলম্বে ফিরিতে নগরে সৈন্যসহ।
দূত মুখে কান্যকুব্জে করেছি প্রেরণ
এই দুঃসংবাদ। আশা মম, গ্রহবর্ম্মা
আসিবে অচিরে হেথা রাজ্যশ্রীর সহ।

হর্ষ। গুরুদেব! শোকাচ্ছন্ন হৃদয় আমার
না মানে সান্ত্বনা। মনে আসে অবিরত
পিতার প্রশান্ত মূর্ত্তি, স্নেহময়ী জননীর মুখ।

বান। স্থির কর চিত্ত, বৎস! রহিয়াছে এবে
এই রাজত্বের ভার তোমার উপর।
দেবতার আশীর্ব্বাদে এই শোকাবেগ
হবে প্রশমিত তব,—
কেটে যাবে সব কুজ্ঝটিকা।
চলিলাম আমি দেব থানেশ্বর স্থানে
প্রার্থনা করিতে এই রাজ্যের মঙ্গল।

(নিষ্ক্রান্ত)

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! সেনাপতি সিংহনাদ দ্বারদেশে উপস্থিত।

হর্ষ। তাঁহাকে এখানে আসিতে বল।

(সিংহনাদের প্রবেশ)

হর্ষ। কি সংবাদ, সেনাপতি?

সিংহ। সৈন্য মধ্যে নাহি কিছু অশান্তি আভাষ;
তবে, কেহ কেহ নিজ অনুমান মত;

করিতেছে আলোচনা স্কন্দগুপ্ত কথা।
সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি দিয়াছি আদেশ
রাখিতে বিশেষ দৃষ্টি সবার উপর।

হর্ষ। অস্ত্রাগার ভার এবে আছে কার হাতে?

সিংহ। আছে তাহা স্কন্দগুপ্তোপরি। পক্ষান্তে আবার
অন্য এক সৈন্যাধ্যক্ষ লইবে সে ভার।

হর্ষ। ইচ্ছা মম,
স্বহস্তে আপনি তাহা করুন গ্রহণ।

সিংহ। যথা আজ্ঞা, যুবরাজ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্কন্দগুপ্তের বাটী

(স্কন্দগুপ্ত ও জয়ন্তী)

জয়ন্তী। বৎস! কেন এত চিন্তাকুল তুমি
রাজার মৃত্যুর পর হ'তে?
স্পষ্ট উদ্বেগের ভাব নয়নে তোমার,
মাঝে মাঝে অন্যমন নিত্য কর্ম্মকালে,
অনিচ্ছা আহারে,
নিদ্রাকালে আর্ত্তনাদ দুঃস্বপ্ন ব্যঞ্জক!
কি কারণ এ সবের? কোন্ দুর্ভাবনা
করিছে ব্যথিত দৃঢ় হৃদয় তোমার?

স্কন্দ আছে মা কারণ তার। জান তুমি আসে
মাঝে মাঝে অবসাদ মানসে আমার
বৈরাগ্যের উত্তেজনা সহ। মনে হয়—
স্বার্থ কুটিলতা ভরা এ সংসার ছাড়ি
ছুটে যাই কোনও দিকে,
(শুধু) স্নেহের বন্ধন তব রাখিয়াছে ধরি
এতদিন মোরে।

জয়ন্তী। কেন, বৎস, অবসাদ হৃদয়ে তোমার?
উচ্চপদ লভিয়াছ তুমি। আশীর্ব্বাদে মম
হবে তুমি আরও সমুন্নত,—
লভিবে অতুল কীর্ত্তি, সম্মান, সম্পদ।
কর্ম্মের সময় এই,—নহে বৈরাগ্যের!

স্কন্দ। প্রতিশ্রুতি ছিল যাহা বৃদ্ধ রাজা পাশে
অক্ষরে অক্ষরে তাহা করেছি পালন।
সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন এখন,
তাই ভাবিতেছি, মাগো,—
নূতন বন্ধন পুনঃ করিব ধারণ
(কিম্বা) মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ি যাব ছুটে চলে।

জয়ন্তী। বন্ধন মধুর বৎস, বড়ই মধুর,
দেখ চারিদিকে চাহি, জগতের সর্ব্বত্র বন্ধন।
ইচ্ছা মম আরও টেনে বাঁধিতে তোমারে
(তাই) বারম্বার অনুরোধ বিবাহের তরে
করিতেছি এতদিন ধরি।

স্কন্দ। মনোভাব তুমি মম জান ত, জননি!
বড় ব্যস্ত আমি সদা রাজকার্য্য ল'য়ে
নাহি অবসর মম বিবাহ চিন্তার।

জয়ন্তী। দেখ স্কন্দ! নহি আমি শিশুকন্যা তব
ভুলাবে আমারে তুমি এই সব বলি।
শুনিবনা আর কোনও কথা,
স্বর্ণ শৃঙ্খলে আমি বাঁধিব তোমায়।

স্কন্দ। কি হবে মা বেঁধে দিয়ে এ প্রচণ্ড রণপোত সহ
ক্ষুদ্র এক দুর্ব্বল তরণী?
ডুবে যাবে তরঙ্গ আঘাতে।
নহে মা এ বিবাহ সময়। চারিদিকে
রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, মনে বিষাদ সবার।
অভিষেক শেষ হ'লে নূতন রাজার

ভাবিয়া দেখিব স্থির মনে।

জয়ন্তী। বৎস, ইচ্ছা মম বহুদিন হ'তে
যাব তীর্থ দরশনে। নাহি লাগে ভাল
একটানা জীবনের স্রোত।
কর, বৎস, ব্যবস্থা তাহার।

স্কন্দ। অসন্তুষ্ট হ'লে কি, জননি!
ক্ষম মম অপরাধ।

জয়ন্তী। অসন্তোষ নহে, বৎস; এতদিন ধরি
তোমারি চিন্তায় কাল করেছি যাপন,
জীবনের বেলা এবে আসিছে ফুরায়ে
অন্য চিন্তা মাঝে মাঝে তাই আবশ্যক।
ব্যথিত হোয়োনা, বৎস। অদর্শনে মম
জানি আমি কত কষ্ট হইবে তোমার।
যাব শুধু বিন্ধ্যাচলে। যত শীঘ্র পারি
ফিরে এসে লব কোলে তোমারে আবার।
আছে শুভলগ্ন কল্য রজনী প্রভাতে—
সেই লগ্নে যাত্রা ইচ্ছা মম।

স্কন্দ। যদি মাগো একান্ত বাসনা,
না দিব স্নেহের বাধা তব পুণ্যপথে।
যাত্রার ব্যবস্থা সব রহিবে প্রস্তুত
তোমার ইচ্ছার মত।
(চিন্তা করিয়া) মা, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে আছে?

জয়ন্তী। বিধবা বিবাহ!
কেন, স্কন্দ, এ প্রশ্ন তোমার?

স্কন্দ। কিছু না, জননি ; ভুলে যাও প্রশ্ন মম।
বড় ব্যথা হ'তেছে মা হৃদয়ে আমার
মনে হ'লে যাইতেছ ছাড়িয়া আমারে
এত দীর্ঘ কাল তরে।

জয়ন্তী। দীর্ঘকাল নহে, বৎস।
শুধু মাসেকের তরে রহিব অন্তরে।
সাবধানে রবে, বাছা! দেব থানেশ্বর
করুন তোমারে রক্ষা প্রতি পদক্ষেপে।

চতুর্থ দৃশ্য

কান্যকুব্জ নগরীর রাজোদ্যান

(বসন্তোৎসবে গ্রহবর্ম্মা ও রাজ্যশ্রী ফুলসাজে সজ্জিত)

মদন ও রতিবেশে দুইজন সখীর প্রবেশ।

সখীদ্বয়

("রতিসুখ সারে"র সুর)

কিশলয় রাগে কুসুম পরাগে
রঞ্জিয়া অরুণ প্রান্ত—
মধুকর গুঞ্জন বিকশিত কুঞ্জ
কাননে হাসিল বসন্ত।
রতিপতি বন্দনা সঙ্গীত মুখরিত
মন্দানিলের সনে মিশিয়া
চন্দ্রিকা হিমধারা তন্দ্রার ঘোরে যেন
সন্ধ্যার কোলে আসে ভাসিয়া।
কান্তারে হৃদে ধরে কান্ত,
কম্পিত মোহাবেশে বিম্ব অধর তার
হ'য়ে আসে চুম্বনে ক্লান্ত।

(নিষ্ক্রান্ত)

গ্রহবর্ম্মা। প্রিয়তমে! এই ফুল বসন্ত সন্ধ্যায়
কি শোভা ধরেছ তুমি, সাজি শুভ্র
কুসুম সজ্জায়। যেন বসন্তের রাণী
পারিজাত মন্দারের ভূষণে সাজিয়া
নন্দন কানন হ'তে এসেছে ধরায়!

রাজ্যশ্রী। কি সুন্দর ফুলসাজে তুমি, প্রিয়তম!
কি মাধুরী খেলিতেছে প্রতি অঙ্গে তব ;
যেন রতিপতি পুনঃ হরকোপ ভয়ে
ছাড়িয়া অমরধাম আসি লুকায়েছে
ধরণীর এই রম্য উপবন মাঝে।

গ্রহ। এই দুই বর্ষ ধরি স্বপ্ন রাজ্যে যেন
করিতেছি বিচরণ। শত কর্ম্ম মাঝে
তোমার মূরতি সদা বিরাজে হৃদয়ে
হরণ করিয়া তার গ্লানি অন্ধকার।
তাপক্লান্তি ভরা এই জীবনের পথে
তুমি মম সুশীতল শান্তি সুধাধার।
ইচ্ছা হয় দেহ মন সব ধরা দিয়ে
তোমার হৃদয়রাজ্যে থাকি বন্দী হ'য়ে।

রাজ্যশ্রী। তুমি ছাড়া সে রাজত্বে কিছু নাহি আর,
তুমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, তুমি বন্দী তার।

গ্রহ। দীর্ঘ দুই বর্ষ ধরি রণক্ষেত্র মাঝে
ছিলাম সতত তব জনকের পাশে।
শত্রু রাজাগণ সবে পরাজিত হ'য়ে
করিয়াছে সন্ধি ভিক্ষা। অশান্তি অনল
হইয়াছে নির্ব্বাপিত। (তাই) রাজ্যবাসী সবে
করিতেছে উপভোগ বসন্ত উৎসব
অমিত আনন্দভরে। অভিলাষ মম
রাজ কার্য্য হ'তে ল'য়ে পূর্ণ অবসর

এই কয় দিন আমি আনন্দ সাগরে
ভাসিব তোমার সনে এই উপবনে।

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতি। (অভিবাদন করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে পত্র প্রদান)

গ্রহ। (পত্র পাঠান্তে) রাজ্যশ্রী !

রাজ্যশ্রী। কি সংবাদ, আর্য্যপুত্র !

গ্রহ। আসিয়াছে দূত এক থানেশ্বর হ'তে
বিশেষ সংবাদ সহ। যেতে হবে মোরে
অবিলম্বে প্রাসাদে ফিরিয়া ; চল তুমি
সঙ্গে মম।

পঞ্চম দৃশ্য

স্কন্দগুপ্তের বাটী

স্কন্দ। কি কর্ত্তব্য এখন আমার!
ছিল যতদিন বৃদ্ধ রাজা সিংহাসনে
প্রাণপণে করিয়াছি দাসত্ব তাহার
এ ভগ্ন হৃদয় ল'য়ে। ক্ষণেকের তরে
হয় নাই বিন্দুমাত্র বিচলিত তাহা
কর্ত্তব্যের পথ হ'তে। রণক্ষেত্র মাঝে
সকলের আগে বক্ষ দিয়াছি পাতিয়া
উন্মুক্ত কৃপাণতলে, শরজাল ধারে।
অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শান্তির সময়
করিয়াছি সেনাদের উন্নতি সাধন।
করেছিল অকৃত্রিম স্নেহ নরপতি,
দিয়েছিল উচ্চপদ, সম্মান গৌরব,
(তাই) হৃদয়ের রক্ত ধারা ঢালি করিয়াছি
প্রতিদান তার। কিন্তু কি করি এখন?
এ দেহের অস্থি মজ্জা অণু পরমাণু
এ রাজ্যের অন্নে পুষ্ট। আকাশে তাহার
শোভিতেছি পূর্ণশশধর রূপে
ম্লান করি অসংখ্য তারকা।
আরও উচ্চ ভবিষ্যৎ সম্মুখে আমার;

সমুজ্জ্বল চিত্র। কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধনের
দাসত্ব শৃঙ্খল গলে হইবে পরিতে।
যদি তরবারি স্পর্শে করিয়া শপথ
একবার করি তার বশ্যতা স্বীকার,
না পারিব সে বন্ধন করিতে মোচন
যত দিন থাকিবে সে সিংহাসনোপরি।
আমা হ'তে তাহা কভু হবে না সম্ভব।
তার চেয়ে সরল হৃদয়ে
প্রত্যর্পণ করি তার পিতৃদত্ত অসি
যাব চলি অদৃষ্ট সন্ধানে।
(চিন্তা করিয়া) কিন্তু কি দোষ তাহার ?
শুধু হ'য়েছিল অন্তরায়
রাজ্যশ্রীর সহ মোর বিবাহ প্রস্তাবে।
স্বাভাবিক তাহা ;—রাজকুল প্রথামত
কার্য্য করিবার তার পূর্ণ অধিকার।
(চিন্তা করিয়া) কুল প্রথা ! আভিজাত্য ! সেই তবে সব ?
বৃথা মনুষ্যত্ব, হৃদয়ের একাগ্রতা ?
এতদিন ধরি যে বীরত্ব, আত্মত্যাগ,
কর্ত্তব্য নিষ্ঠার দেখালাম পরাকাষ্ঠা,
নাহি কিছুমাত্র মূল্য তার ?
নাহি কোনও শক্তি এই দীর্ঘ সাধনার ?
এই অভিশপ্ত দেশে
মানব গরিমা শুধু আভিজাত্য বলে ?
যদি তাই হয়, তবে হইবে দেখিতে

আভিজাত্য কোথা পাওয়া যায় ;—
কোন্ রক্ত সাগরের তলে সে রতন !
রাজ্যশ্রি !
করিয়াছি বহু চেষ্টা ভুলিতে তোমারে,
মনে করি আসিয়াছি মরুভূমি পারে
আর নাহি ফিরে চাব মরীচিকা পানে,
(কিন্তু) যখনি তোমার চিন্তা আসে এ হৃদয়ে
বিদ্যুৎ প্রবাহ মত অভিমান শিখা
দেয় জ্বালি সমগ্র মস্তিষ্ক মম,
না পারি বুঝিতে
কোন্ পথে আছে তার শান্তি সম্ভাবনা।
স্নেহময়ী জননী আমার !
কেন মা এখন তুমি ছেড়ে গেলে মোরে ?

(অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

অগ্নিমিত্র ! এস ভাই ; নানা চিন্তা ভারে
ব্যথিত হৃদয় মম। বন্ধু তুমি,—
লও কিছু অংশ ভাবনার।

অগ্নি। স্কন্দগুপ্ত ! নাহি হবে অবসান কভু
চিন্তার তোমার, স্থির চিত্তে যতদিন
এক পথ ধরি নাহি হবে অগ্রসর।

স্কন্দ। কোন্ পথ ? কে আমারে দিবে তা দেখায়ে ?

অগ্নি। কেন, যে পথে চলেছ এতদিন !
হও রাজ্যবর্দ্ধনের সেনাপতি।

বৃদ্ধ সিংহনাদ শীঘ্র লবে অবসর ;
পরিত্যক্ত মঞ্চে তার হও প্রতিষ্ঠিত ।

স্কন্দ । অগ্নিমিত্র ! নহে বড় সামান্য সে পদ ;
এ বয়সে সে সম্মান লাভ
বড়ই গৌরবময় । ছিল একদিন
এই পদ জীবনের উচ্চ লক্ষ্য স্থল,
হয় ত বা পরিহাস তব হ'ত সত্যে পরিণত,
(কিন্তু) নাহি আর সে দিন এখন,
নাহি সে প্রবৃত্তি, আর অন্যদিকে
নাহি সে বিশ্বাস মম নিজের উপর ।

অগ্নি । আর সেই সঙ্গে ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ
অন্যের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা তোমার উপর ।

স্কন্দ । কার ? কেমনে বুঝিলে ?

অগ্নি । তা না হ'লে অস্ত্রাগার ভার
তব হস্ত হ'তে নাহি যাইত চলিয়া ।

স্কন্দ । নাহি কিছু বিশেষত্ব তায় । এ সময়ে
সেনাপতি নিজে লবে অস্ত্রাগার ভার—
ইহাই উচিত ।

অগ্নি । কিন্তু জনরব এই, তব মনোভাব
বিশ্বস্ত চরের দ্বারা গোপনে জানিয়া
করেছেন এ ব্যবস্থা তব গুরুদেব ।

স্কন্দ । অবিশ্বাস আমার উপর !

অগ্নি । স্কন্দগুপ্ত ! পথ খুঁজে পেতেছ না তুমি ?
নয়নের আবরণ ক'রে অপসৃত

দেখ চেয়ে, একমাত্র পথ পড়ি সম্মুখে তোমার,
প্রান্ত তার সমুজ্জ্বল চিত্রে উদ্ভাসিত।
উৎকৃষ্ট সুযোগ এই ; মালবের রাজা
করিয়াছে কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ······

স্কন্দ। কান্যকুব্জ আক্রমণ! কেমনে জানিলে তুমি?
ওকে! কার পদশব্দ যেন গবাক্ষ সমীপে?

(উভয়ে গবাক্ষ সমীপে উঠিয়া গিয়া দেখিল)

অগ্নি। পলাইল উর্দ্ধশ্বাসে। চন্দ্রালোকে যেন
বানভট্ট অনুচর জনার্দ্দন মত
হ'ল মনে।

স্কন্দ। জনার্দ্দন?
নিশ্চয় সে এসেছিল পশ্চাতে তোমার,
বানভট্ট উপদেশ মত।

অগ্নি। নাহি কোনও সন্দেহ তাহাতে।

স্কন্দ। জনার্দ্দন! বড় ভাগ্য তব!
যদি মম শরাসন থাকিত নিকটে
গুপ্তচর-লীলা সাঙ্গ করিতাম তব।
ওঃ, এত ঘোর অবিশ্বাস আমার উপর!
চতুর ব্রাহ্মণ! এইবার বুঝিয়াছি সব।
তব স্নিগ্ধ বাক্যধারা
অক্ষরে অক্ষরে আজ উঠিছে হৃদয়ে
বঞ্চনার আবরণ খুলি। এতদিন
উদ্দেশ্য সিদ্ধির তরে নিজ,
করেছ চালিত এই দেহ

করধৃত যন্ত্রের মতন,
ভাব নাই কভু, আছে হৃদয় বলিয়া
কোনও পদার্থ তাহাতে। তব যুক্তিমত
থানেশ্বর রাজ শুধু দিয়াছে আমারে
বাহুবল মূল্য মম, বিন্দুমাত্র নাহি
চাহি হৃদয়ের পানে মোর, ছিল যথা
সীমাহীন আত্মত্যাগ এ রাজ্যের তরে।
গিয়াছিল আশা,—আজ গিয়াছে বিশ্বাস ;
যাক্ তবে মনুষ্যত্ব তাহাদের সহ,
হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি নিচয়।
অগ্নিমিত্র! কাটিয়াছে আঁখির রক্তিমা।
দাও মোরে পথ দেখাইয়া।

অগ্নি। স্থির কর চিত্ত বন্ধুবর!
অবস্থা তোমার এবে নহে নিরাপদ ;
চরমুখে হ'লে ব্যক্ত আমাদের কথা
সমূহ বিপদ সম্ভাবনা। এই রাত্রে
যেতে হবে আমাদের থানেশ্বর ছাড়ি।
দেখ ভাবি অঙ্গরক্ষী সেনাদের তব
সঙ্গে ল'য়ে যাবে কিনা। প্রতিশ্রুত তারা
রক্ষিতে তোমারে সদা।

স্কন্দ। সুযুক্তি তোমার!
এই মুহূর্ত্তেই যাব থানেশ্বর ছাড়ি।
অগ্নিমিত্র! তুমি ভিন্ন কেহ নাহি যাবে
সঙ্গে মোর। নাহি যাব রাজদ্রোহিরূপে

থানেশ্বর হ'তে আমি।

(তরবারি আনয়ন করিয়া)

করিলাম প্রত্যর্পণ রাজদত্ত এই তরবারি

সাক্ষী করি স্বর্গের দেবতা।

আজ হ'তে থানেশ্বর রাজবংশ সহ

সকল বন্ধন ছিন্ন মম।

যাও তুমি, অগ্নিমিত্র, হইয়া প্রস্তুত

আসিবে সত্বরে ;

দণ্ডেকের মধ্যে মোরা ছাড়িব নগরী।

(অগ্নিমিত্র নিষ্ক্রান্ত)

দ। থানেশ্বর ! কত স্মৃতি জড়িত তোমাতে !

যাক্, বাঁধিয়াছি প্রস্তরে হৃদয়

আর নাহি স্থান তথা মমতা ধারার।

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ! পাইতেছি মুক্তির নিশ্বাস,—

অভিনব অনুভূতি। প্রভাবে তাহার

দেখিতেছি দূরে যেন সমুজ্জ্বল ছবি

এ পথের প্রান্তদেশে ; করিয়াছে তাহা

সব দৃশ্য আলোকিত কনকের রাগে।

তারপর,—

এই দৃষ্টিশক্তি যথা নাহি চলে আর,—

জীবনের যবনিকা অন্তরালে,—

ঘনঘোর অন্ধকার ! হয় ত বা অনন্ত নরক !

ষষ্ঠ দৃশ্য

কান্যকুব্জপুরী—সোমেশ্বর মন্দির

(পূজানিরতা রাজ্যশ্রী)

ভৈরবী—একতালা

রাজ্যশ্রী।

পশুপতি গিরিজাপতি শঙ্কর পিনাকপাণি।
গঙ্গাধর দিগম্বর নীলকণ্ঠ শূলপাণি।
দেব দেব মহাদেব, হর দুখ পরমেশ্বর
দীন হীন জন পদে দেহি পদ শূল পাণি।

হে দেবতা!
জীবনের আলোকিত পূর্ব্বাহ্ণ আমার
অকস্মাৎ ছেয়ে গেল কি আঁধার মেঘে!
হারালাম স্নেহময় জননী জনকে;
শত্রুগণ পাইয়া সুযোগ
করিয়াছে কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ
আচম্বিতে বসন্ত উৎসব কালে।
স্বামী মম অগণিত শত্রু সেনা মাঝে
মুষ্টিমেয় সৈন্য ল'য়ে এই কয় দিন
করিছেন মহাযুদ্ধ অমিত বিক্রমে।
এ সঙ্কটে তুমি, দেব, শঙ্কা নিবারণ
রক্ষা কর পতিরে আমার!

(কণিকার প্রবেশ)

কণিকা । দেবি !
আসিয়াছে রক্ষিসৈন্য মন্দিরের দ্বারে
যান বাহনাদি সহ । কি আদেশ তব ?

রাজ্যশ্রী । কনিকা,
নাহি যাব ফিরে রাজপুরী ।
চল সবে যাই মোরা রণক্ষেত্র মাঝে
আর্ত্ত আহতের সেবা করিয়া সেখানে
নারীজন্ম করিগে সার্থক ।

সপ্তম দৃশ্য

কান্যকুব্জ নগরীর সম্মুখ—মালবরাজের শিবির

(মালবরাজ ও স্কন্দগুপ্ত)

মালবরাজ। স্কন্দগুপ্ত ! ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে
উপস্থিত তুমি আজি শিবিরে আমার—
মিত্ররূপে। আছি আমি সতত প্রস্তুত
রাখিতে সম্মান তব, কহ অভিপ্রায়।

স্কন্দ। মহারাজ ! বশ্যতা শপথ অনুসারে
ছিলাম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষা করিবারে
থানেশ্বর রাজ সিংহাসন, যতদিন
রাজা প্রভাকর ছিল অধিষ্ঠিত তাহে ;
তাঁর মৃত্যুপরে
মুক্ত আমি সে দায়িত্ব হ'তে।
ইচ্ছা মম আর নাহি পরিব গলায়
সেরূপ শৃঙ্খল। যুদ্ধ ব্যবসায়ী আমি,
অর্থ ল'য়ে বিক্রয় করিব বাহুবল !
ইচ্ছা মত তরবারি করি প্রত্যর্পণ
প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের করিব সমাধা।

মালব। স্বীকৃত তাহাতে আমি।

স্কন্দ। আর এক প্রার্থনা, রাজন্,
না ধরিব অস্ত্র আমি

কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মা প্রতিকূলে
(যতদিন) প্রধানা মহিষী তার রহিবে জীবিত।

মালব। কেন? কারণ ইহার?

স্কন্দ। ক্ষম অপরাধ, নরপতি!
অসমর্থ আমি দিতে কারণ তাহার;
মাগি শুধু এই অনুগ্রহ—ভিক্ষারূপে।

মালব। করিলাম ইহাও স্বীকার।
ধর তবে তরবারি।

স্কন্দ। (জানু পাতিয়া তরবারি লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিয়া)
মহারাজ!
যতক্ষণ এই অসি করিব ধারণ
রাখিব জীবন পণে সম্মান তাহার।

মালব। স্কন্দগুপ্ত! অবরুদ্ধ কান্যকুব্জপুরী;
হতবল গ্রহবর্ম্মা সম্মুখ সংগ্রামে
মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ লয়েছে আশ্রয়
দুর্গ মাঝে। করি কল্য দুর্গ আক্রমণ
লীলা শেষ করিব তাহার।

স্কন্দ। মহারাজ! কি কর্ত্তব্য এখন আমার?

মালব। যাও তুমি গৌড়াধিপ শশাঙ্ক সমীপে,
রক্ষিছে সে পশ্চাৎ আমার।
দিতেছি সংবাদ তারে, আবশ্যক মত
দিবে সে তোমারে সৈন্য। অবস্থা বুঝিয়া
কর তুমি আক্রমণ থানেশ্বর পুরী।

স্কন্দ। আর এক ভিক্ষা, মহারাজ!
যদি থানেশ্বর রাজ্য উদ্যমে আমার
হয় অধিকৃত, আমি হইব তাহার
অধীশ্বর,—ভবদীয় সামন্ত রূপেতে।

মালব। অঙ্গীকারে অসমর্থ আমি এইক্ষণে।
এ বিষয়ে পরামর্শ গৌড়েশ্বর সহ
হবে প্রয়োজন। একাগ্র উদ্যমে তুমি
যাও চলি, লক্ষ্যে রাখি নয়ন তোমার;
আশা মম, পূরিবে বাসনা তব।

স্কন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

(নিষ্ক্রান্ত)

মালব। (স্বগত) স্কন্দগুপ্ত! জানি আমি কি মত্ত বাসনা
আনিয়াছে তোমারে হেথায়।
অগ্নিমিত্র কহিয়াছে সকলি আমারে।
চির শত্রু তুমি মম, কিন্তু এ সময়ে
তুমি মোর প্রধান সহায়।
কণ্টকে কণ্টক যবে হইবে উদ্ধার
ছুঁড়ে ফেলে দিব তারে ধূলিরাশি মাঝে।

যবনিকা পতন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বর রাজ প্রাসাদ

(রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন ও বানভট্ট)

রাজ্য। গুরুদেব সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার
পিতৃ মাতৃ শোকে। যে বন্ধন এতদিন
রেখেছিল এ সংসারে আবদ্ধ আমারে
এখন বিচ্ছিন্ন তাহা। তাই মুক্ত প্রাণ
ছুটে যেতে চায় চির আকাঙ্ক্ষিত পথে
ছাড়ি এই স্বর্ণ কারাগার।

বান। কেন, বৎস, এত স্থির হৃদয় তোমার
এরূপ অধীর আজি? পিতামাতা কারও
নাহি থাকে চিরদিন। পিতা চ'লে যায়
পুত্রে দিয়ে আপনার স্থান,
সাধিয়া আপন কাজ পুত্র পুনরায়
নিজপুত্রে দিয়ে কর্ম্মভার,
মিশে যায় অনন্তের সনে।
এই চিরন্তন প্রথা,—বিধির বিধান।
ত্যজ শোক, বৎস! তব পিতৃ সিংহাসন,
ভ্রাতা বন্ধু পরিজন,
সন্তান সদৃশ প্রজাগণ,

(সবে) চেয়ে আছে তব মুখপানে।
এ দুর্দ্দিনে তুমি, বৎস, হইলে বিমুখ
কে চালাবে এ মহাতরণী ?

হর্ষ। কেমনে সহিব ভাই এই গুরুভার
এ অশক্ত শিরে ? তব পশ্চাতে থাকিয়া
চলিয়াছি চিরদিন জীবনের পথে,
তোমারে আশ্রয় করি রৌদ্র ঝঞ্ঝাবাতে ;
সেই নিরাপদ শান্তিময় স্থান হ'তে
করিওনা বঞ্চিত আমারে।

রাজ্য। গুরুদেব ! জানি আমি এ ভার বহন
সর্ব্বতোভাবে সমুচিত মম,

(হর্ষবর্দ্ধনের প্রতি)

জানি ভাই কি দারুণ ব্যথা
দিবে সে কোমল শিরে তব,
(কিন্তু) নাহি পারি নিবারিতে হৃদয় আবেগ।
জীবনের সুমধুর কৈশোর হইতে
শুনিতেছি সদা যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত,
ডাকিছে আমারে নিত্য "আয় মোর পাশে
ছাড়িয়া ধরার যত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
মায়াময় সহস্র বন্ধন। আছে হেথা
চিরশান্তি তব তরে,—অন্তিমে নির্ব্বান।"

বান। বন্ধন মোচন, বৎস, বড়ই কঠিন,
দেখ চেয়ে এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের পানে,
ক্ষুদ্র ধূলিকণা, —তার পরমাণু হ'তে

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, এ বিশ্ব বিরাট
অনন্ত বন্ধনে বাঁধা। কোথাও তাহার
নাহি কণামাত্র শিথিলতা। বন্ধন বিহনে
প্রকৃতির অস্তিত্বই অসম্ভব ;
ছিন্ন কর সুবর্ণ শৃঙ্খল,
মুঞ্জপাশ বাঁধিবে তোমারে।
বাসনা বিনাশ শুধু কবির কল্পনা।
দেখ, বৎস, চাহি বিশ্বপানে
কতই মাধুরী তার! যদি এই সৌন্দর্য্য সম্ভার
সবই মিছে মায়া,
যদি মানবের উচ্চ প্রবৃত্তি নিচয়,
জনক জননী স্নেহ, পত্নী প্রেমধারা,
ভ্রাতার বাৎসল্য, বান্ধবের ভালবাসা
সব নিরর্থক, শুধু মিথ্যা মরীচিকা,
তবে লক্ষ লক্ষ প্রাণী ক্লান্ত পদক্ষেপে
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে সেই একপথে
কেন চলিয়াছে শ্রান্ত অবসন্ন হ'য়ে
অব্যক্ত, অজ্ঞাত কোন্ লক্ষ্যের উদ্দেশে?
অসত্যের এত আকর্ষণী শক্তি? অসম্ভব তাহা!
এ সংসার নহে শুধু মায়া,
ধ্রুব সত্য তাহা, উচ্চ সাধনার স্থল।
এই নিষ্পেষণ মাঝে আছে সার্থকতা,
অনন্ত বেদনা ভরা অশ্রুধারা সহ
আছে তৃপ্তি, সাফল্যের পবিত্র নিশ্বাস।

দেখ, বৎস, স্থির চিত্তে করিয়া বিচার
সব পথ ল'য়ে যায় স্রোতস্বতী মত
এক মহা পারাবারে ; তবে কি কারণে,
কোন্ অপরাধে তার,
আজন্ম আশ্রিত এই রাজমার্গ ছাড়ি
অন্য পথ করিবে আশ্রয় ?

রাজ্য। গুরুদেব ! মহাজ্ঞানী তুমি, মহাকবি ;
নাহি সাধ্য মম তর্কে করিতে খণ্ডন
তব যুক্তি জাল, নাহি ভাষা বুঝাতে তোমারে ;
অনুভব করি শুধু হৃদয়ের ভাষা
নির্ব্বাক, নিঃশব্দ যাহা নিজ পূর্ণতায়।
প্রবল এ আকর্ষণ ; রোধিতে তাহারে
করিয়াছি শত চেষ্টা, হয়েছি বিফল।
স্থির চিত্ত মম গুরুদেব !
হর্ষবর্দ্ধনের করে দিয়ে রাজ্যভার
ত্যজিয়া সংসার আমি ধরিব সন্ন্যাস।
(বানভট্টের পদধারণ করিয়া)
আশীর্ব্বাদ কর, দেব ! সেই পথে যেন
হয় মম বাসনা পূরণ।

বান। উঠ, বৎস ! আর নাহি হব অন্তরায়
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত পন্থায় তোমার।
যাও মহাপ্রাণ ! নিত্য সিদ্ধির উদ্দেশে
তাঁহার পবিত্র রাজ্যে। প্রসাদে তাঁহার
আশা তব হবে ফলবতী।

(হর্ষবর্দ্ধনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া)

রাজ্য। হর্ষ ! বড় ব্যথা লেগেছে তোমায় ?
কি করিব, ভাই, সব নিয়তির খেলা !
জানি আমি সম্পূর্ণ সক্ষম তুমি
ধরিতে এ রাজত্বের ভার।
কিছুমাত্র চিন্তা নাহি তব, যতদিন
রহিবেন গুরুদেব সম্মুখে তোমার
পথ প্রদর্শকরূপে। আশীর্ব্বাদে তাঁর
হও ভাই চিরজয়ী সংসার সমরে।
আজ সভামাঝে
তোমারে বসায়ে, ভাই, পিতৃসিংহাসনে
নিশা শেষে করিব প্রস্থান।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ !
আসিয়াছে, সম্বাদক কান্যকুব্জ হ'তে।

রাজ্য। সম্বাদক ! ল'য়ে এস তারে।

(সম্বাদকের প্রবেশ ও অভিবাদন)

রাজ্য। কি সংবাদ, সম্বাদক ?

সম্বা। মহারাজ ! আনিয়াছি দারুণ সংবাদ !
হতভাগ্য আমি, তাই দুই বর্ষ পরে
ফিরিলাম থানেশ্বরে এ সংবাদ ল'য়ে।

রাজ্য। কি হয়েছে, সম্বাদক ?
বড়ই আকুল প্রাণ মম !

সম্বা। মহারাজা হ'লে স্বর্গগত,
সে সংবাদ পেয়ে মালবের অধীশ্বর
আক্রমিল কান্যকুব্জপুরী আচম্বিতে
বসন্ত উৎসব কালে। আক্রান্ত হইয়া
অতর্কিতে, না পারিল রাজা গ্রহবর্ম্মা
রোধিতে সে সৈন্যবেগ। করি মহাযুদ্ধ
সপ্তাহ ধরিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য ল'য়ে
লভিল অনন্ত নিদ্রা রণক্ষেত্র মাঝে।
কান্যকুব্জ রাজলক্ষ্মী রাজ্যশ্রী এখন
বন্দিনী নিজের রাজপুরে।

বান (স্বগত) হায়রে নিয়তি!
ফলিল কোষ্ঠীর ফল দুই বর্ষ পরে।

হর্ষ। হা ঈশ্বর! অভাগিনী ভগিনী আমার!
(রোদন)

রাজ্য। সম্বাদক! কি দারুণ সংবাদ তোমার!
বজ্রসম পড়িল মস্তকে আচম্বিতে।
আক্রমণ বার্ত্তা পেয়ে গ্রহবর্ম্মা কোনও
সংবাদ না দিল থানেশ্বরে?

সম্বা। এসেছিল দূত হেথা,
স্কন্দগুপ্ত পেয়েছিল সংবাদ তাহার।

রাজ্য। কোথা এবে স্কন্দগুপ্ত?

সম্বা। মালব রাজেরে, শুনি, করেছে আশ্রয়।

রাজ্য। বুঝিয়াছি সমস্ত এখন। পাইয়া সুযোগ,
সন্ধিভিক্ষা ছলে শক্তি করিয়া সংগ্রহ,

হইয়াছে একত্রিত পিশাচের দল।
স্কন্দগুপ্ত! স্মর তব ইষ্টদেবে।
গুরুদেব!
তোমার চরণ স্পর্শে প্রতিজ্ঞা আমার—
বিশ্বাসঘাতক এই মালব রাজেরে
যতদিন পূর্ণরূপে না করি দলন,
যতদিন রাজদ্রোহী স্কন্দগুপ্ত শির
নাহি করি ছিন্ন তার পাপদেহ হ'তে
ততদিন না লব সন্ন্যাস।
রাজ্যশ্রী! প্রাণসমা ভগিনী আমার!
করিয়াছে যে পাষণ্ড কুক্কুরের দল
এ দশা তোমার, নাহি মানি যুদ্ধরীতি,
তাদের উত্তপ্ত রক্তে করিব তর্পণ,
এখন ইহাই মোর প্রকৃত সন্ন্যাস।

বান। স্থির হও, বৎস। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ
কর ধীর ভাবে।

রাজ্য। করিয়াছি নির্দ্ধারণ, দেব!
হর্ষ! ভণ্ডীরে আদেশ দাও হইতে প্রস্তুত
এই দণ্ডে, অশ্বারোহী সৈন্যদল সহ।
(শুধু) তাদের লইয়া আমি সূর্য্যাস্তের আগে
হইব বাহির পুরী হ'তে।

হর্ষ। না যাবে সামন্ত রাজা কেহ?

রাজ্য। কিছুমাত্র নাহি আবশ্যক,
শুধু ভণ্ডী হবে সহগামী।

হর্ষ। (রাজ্যবর্দ্ধনের পদধারণ করিয়া)
লও মোরে সঙ্গে, ভাই!
নাহি চাহে প্রাণ একা ছাড়িতে তোমারে।

রাজ্য। কিছু চিন্তা নাহি, ভাই!
অতি ক্ষুদ্র এই শত্রু দলনের তরে
যদি তুমি যোগ দাও আমার সহিত
তা হ'লে তাদের তাহা হইবে সম্মান।
থাক তুমি রাজ্যভার ল'য়ে,
আসিব আমি অবিলম্বে ফিরি
শাস্তি দিয়া শত্রুদলে;
তারপর নিজ হাতে সাজায়ে তোমারে
বসাইব পিতৃসিংহাসনে।
(বানভট্টের পদধারণ করিয়া)
গুরুদেব! মাগি আশীর্ব্বাদ।

বান। উঠ, বৎস, মহাপ্রাণ!
মহত্বের আদর্শ উজ্জ্বল!
হও দেবতা প্রসাদে চিরজয়ী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শশাঙ্কের শিবির

(শশাঙ্ক ও স্কন্দগুপ্ত)

শশাঙ্ক। স্কন্দগুপ্ত! দূতমুখে পেয়েছি সংবাদ
রাজ্যবর্দ্ধনের অশ্বারোহী সেনাদল
করিয়াছে আক্রমণ মালব রাজেরে।

স্কন্দ। আগমন কালে হেথা আমিও পেয়েছি
সে সংবাদ। মহারাজ! না পারি বুঝিতে
কেমনে করিল বিনাযুদ্ধে অতিক্রম
সৈন্যদলে তব।

শশাঙ্ক। কিছু বিলম্ব আমার
হয়েছিল সৈন্যযান সংগ্রহের তরে,
নাহি পারিলাম তাই আসিতে ত্বরায়
নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে মম।
ভাবি নাই এত শীঘ্র ঝটিকার মত
রাজ্যবর্দ্ধনের সেনা হবে অগ্রসর।

স্কন্দ। শুধু অশ্বারোহী সেনা আছে সঙ্গে তার
সে কারণ এত দ্রুতগতি।
এখন কি কর্ত্তব্য, রাজন্?
যদি পাই অনুমতি, অশ্বারোহী সেনা
ল'য়ে তব, যেতে পারি আমি এই ক্ষণে
সাহায্যার্থ মালব রাজার।

বড় অভিলাষ মম সম্মুখ সমরে
রাজ্যবর্দ্ধনের সহ করিতে সাক্ষাৎ।

শশাঙ্ক। স্কন্দগুপ্ত! বীরোচিত প্রস্তাব তোমার,
কিন্তু এবে নাহি তার কোন আবশ্যক।
যাইতেছি আমি কান্যকুব্জ অভিমুখে
মালবরাজের সহ যোগদান তরে।
সৈন্যের মম একাংশ লইয়া
আক্রমণ কর তুমি থানেশ্বর পুরী।
যদি আসে অবন্তীরাজের সেনাদল
পাঠাব অর্দ্ধেক তার সাহায্যে তোমার।
আছে বহুদূরে রাজ্যবর্দ্ধন এখন,
থানেশ্বর রাজ্য আক্রমণে
এই উপযুক্ত অবসর।

স্কন্দ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

(নিষ্ক্রান্ত)

শশাঙ্ক। (স্বগত) গ্রহবর্ম্মা সহ যুদ্ধে বলক্ষয় পরে
আক্রান্ত মালবরাজ অতি আচম্বিতে।
বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা তাহার।
(চিন্তা করিয়া) কিন্তু আমি সাবধানে হব অগ্রসর,
স্থির চিত্তে চারিদিক করি নিরীক্ষণ।
অবস্থা বিশেষে
যথাযোগ্য পন্থা নির্দ্ধারণ
বীরত্বের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

তৃতীয় দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের সমীপস্থ স্থান

(মহীপালের স্কন্ধে ভর দিয়া মালবরাজ)

মালব। নাহি আর আশা, মহীপাল !
ছিন্নভিন্ন বাহিনী আমার
রণে ভঙ্গ দিয়া দেখ করে পলায়ন।
রাজ্যবর্দ্ধনের অশ্বারোহী সেনাদল
দৈববলে বলীয়ান যেন,
তা না হ'লে সপ্তাহ ভিতরে
করিল নিঃশেষ এ বিপুল সৈন্যবল !

মহী। কি উপায় এবে, মহারাজ !

মালব। কিছুমাত্র উপায় না দেখি, মহীপাল !
সাঙ্ঘাতিকরূপে আমি হয়েছি আহত,
তা না হ'লে দেখিতাম শেষ চেষ্টা করি
বিপর্য্যস্ত সৈন্যদলে করি একত্রিত।
কেন তুমি আনিলে আমারে
রণক্ষেত্র হ'তে ?
(কেন) না দিলে মরিতে সেথা বীরের মতন ?

মহী। জানি তব জীবনের মূল্য, নরপতি !
তাই রক্ষা করিয়াছি তারে ;
নাহি আর কিছুমাত্র উপায় যখন,
চাহি অনুমতি, মহারাজ,

ল'য়ে যেতে আপনারে নিরাপদ স্থানে।

মালব। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন!

মন্ত্রী। আহত আপনি, নাহি কোনও দোষ তাহে।
হইলে জীবনরক্ষা আসিবে আবার
রাজ্যবর্দ্ধনের সহ যুদ্ধের সুযোগ।

মালব। কর যাহা ইচ্ছা তব।
কিন্তু আমি নাহি যাব শশাঙ্কের কাছে;
নাহি বিন্দুমাত্র আস্থা তাহার উপর।

মন্ত্রী। ল'য়ে যাব যথা ইচ্ছা তব, নরপতি!
রাজ্যবর্দ্ধনের সেনা আসিছে এদিকে,
তিলার্দ্ধ বিলম্বে আর হবে অসম্ভব
প্রাণ রক্ষা তব।
এই দণ্ডে অশ্বোপরি ল'য়ে আপনারে
করিব প্রস্থান আমি রণক্ষেত্র হ'তে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(রাজ্যবর্দ্ধন, ভণ্ডী ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

রাজ্য। কোথায় মালবরাজ!

সৈনিক। মহারাজ! দূর হ'তে দেখিয়াছি আমি
একদল সেনা, ল'য়ে আহত রাজারে,
আসিয়াছে এই দিকে।

রাজ্য। কোথা গেল তবে?

ভণ্ডী। পলায়ন করেছে নিশ্চয়
প্রাণরক্ষা তরে। আর বিলম্ব না করি
যদি মোরা যাই ছুটে পশ্চাতে তাহার

অশ্বপদ চিহ্ন লক্ষ্য করি,
নিশ্চয় পারিব মোরা রোধিতে তাহারে।

রাজ্য। ভণ্ডী !
কিছুমাত্র নাহি আবশ্যক।
পরাজিত শত্রুসৈন্য,
পলাতক নেতা তাহাদের,
নাহি আর কোনও বাধা আমাদের পথে।
বড়ই আকুল প্রাণ রাজ্যশ্রীর তরে,
চল মোরা যাই কান্যকুব্জ অভিমুখে
ঝটিকার বেগে। করি পুরী অধিকার
অভাগিনী ভগিনীরে করিগে উদ্ধার।

ভণ্ডী। যথা আজ্ঞা, যুবরাজ !

রাজ্য। পলাও মালবরাজ !
প্রাণভ'রে ছুটিয়া পলাও !
পশ গিয়া গহন কাননে,
অভ্রভেদী গিরিশিরে
কিম্বা তার গভীর গহ্বরে,
বিশ্বের সুদূর প্রান্তে লুকাও মস্তক,
যাও ছুটে অসীমের নিভৃত কোণায়,
না পাবে নিস্তার তুমি মম হস্ত হ'তে ;
যেখানে যে ভাবে থাক তুমি
অব্যর্থ আমার সন্ধান,
লুণ্ঠিত তোমার ছিন্নশির
হবে মম সন্ন্যাস-সোপান।

চতুর্থ দৃশ্য

থানেশ্বর রাজসভা

(সিংহাসন শূন্য, তাহার সম্মুখে হর্ষবর্দ্ধন আসীন,
বানভট্ট, সিংহনাদ, অবন্তী ও সভাসদগণ)

হর্ষ। সেনাপতি ! পাইয়াছ আর কিছু সমাচার
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ?

সিংহ। নূতন সংবাদ কিছু নাহি, যুবরাজ !
হইতেছে ঘোর যুদ্ধ মালবরাজের
সহ যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধনের।

হর্ষ। গুরুদেব ! বড়ই ব্যাকুল চিত্ত মম।
ভগিনীর দুর্দ্দশায় কাতর হৃদয়,
তদুপরি কি যে এক অমঙ্গল ছায়া
আচ্ছন্ন করেছে তারে, না পারি কহিতে।
বাম চক্ষু অহরহঃ হতেছে স্পন্দিত,
দেখিতেছি রজনীতে দুঃস্বপ্ন অশেষ,
সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে গাঢ় ধূমরাশি
হইয়া নির্গত যেন ছাইয়া ফেলিছে
ঘন ঘোর অন্ধকারে সমস্ত আকাশ,
হইতেছে উল্কাবৃষ্টি প্রতি রজনীতে।
নাহি ক্ষণেকের শান্তি অন্তরে আমার।

বান। না হও অধীর, বৎস। সকলে মিলিয়া
যুক্তি করি স্থির কর কর্ত্তব্য এখন।

হর্ষ। (শুধু) অশ্বারোহী সেনাপরে করিয়া নির্ভর
নাহি চলে যুদ্ধ বহুদিন। ইচ্ছা মম
হস্তিসেনা আর কিছু পদাতি লইয়া
যাব আমি সাহায্যার্থে ভ্রাতার আমার।

অবন্তী। সাহায্য প্রেরণ শীঘ্র অতি আবশ্যক।

হর্ষ। সেনাপতি! সমরসচিব! শুন অভিপ্রায় মম,
যেরূপ অশান্ত মন হয়েছে আমার
নাহি পারি কোনও কার্য্যে নিবেশিতে তারে;
তাই অভিলাষ মম হস্তি সৈন্য ল'য়ে
যাব আমি সাহায্যে ভ্রাতার।
যথাসাধ্য কর রক্ষা থানেশ্বর পুরী
তোমরা একত্রে মিলি।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! সেনাপতি কুণ্ডল উপস্থিত।

হর্ষ। কুণ্ডল!
এইদণ্ডে সভামাঝে ল'য়ে এস তারে।

(কুণ্ডলের প্রবেশ)

হর্ষ। কুণ্ডল! কি সংবাদ আনিয়াছ তুমি!

কুণ্ডল। যুবরাজ!

হর্ষ। কেন ধূলি ধূসরিত সর্ব্বাঙ্গ তোমার,

বিমর্ষ বদন, দৃষ্টি আবদ্ধ ভূমিতে?
দৃশ্য তব অশুভ সূচক!

কুণ্ডল। যুবরাজ! আনিয়াছি ভীষণ সংবাদ
শেলসম বাজিবে হৃদয়ে!
হতভাগ্য আমি, তাই এ সংবাদ দিতে
রহিল জীবন মম।

হর্ষ। কি সংবাদ বল ত্বরা করি।

কুণ্ডল। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ যুদ্ধে করি পরাজিত
মালবরাজারে, হয়েছিল অগ্রসর
রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের তরে। পথিমধ্যে
শশাঙ্ক আসিয়া নিজ সৈন্যদল সহ
মিলিল তাঁহার সহ বন্ধুত্বের ছলে।
তার পর মহাপাপী বিশ্বাসঘাতক
নিরস্ত্র, অসতর্কিত অবস্থায় পেয়ে
করিল তাঁহারে হত্যা।

হর্ষ। হা ঈশ্বর,
কোন্ অপরাধে এই বজ্র নিদারুণ
হানিলে মস্তকে মম।
হতভাগ্য অগ্রজ আমার!

(রোদন)

বান। ওঃ, কি ভীষণ!

কুণ্ডল। বিপর্য্যস্ত সৈন্যদলে সে ঘোর বিপদে
আচম্বিতে শশাঙ্ক করিল আক্রমণ,
অধিকাংশ সৈন্য তথা ত্যজিল পরাণ

একরূপ বিনাযুদ্ধে। অবশিষ্ট ছিল
যারা হতভাগ্য আমার মতন
পলায়নে বাঁচাইল প্রাণ।
ভগ্নী পলায়েছে বিন্ধ্যাচল পানে।

হর্ষ। শশাঙ্ক কোথায় এবে ?

কুণ্ডল। হইয়াছে অগ্রসর নিজ রাজ্যমুখে।

হর্ষ। গুরুদেব ! মহাপাপী শশাঙ্ক ব্যতীত
কে আর করিবে এই পিশাচের কাজ ?
ভাবিয়াছে বিশ্বাসঘাতক
করিল সে নিরাপদ রাজ্য আপনার।
রে কৃতঘ্ন ! করি এই নৃশংস বঞ্চনা
হরিয়াছ মহামূল্য শিরোমণি যার
দেখিবে কি ভয়ঙ্কর দংশন তাহার।
এই দণ্ডে যুদ্ধযাত্রা অভিলাষ মম;
কে আছ প্রস্তুত সঙ্গে যাইতে আমার ?

সিংহ। যুবরাজ !
মহাপাপী শশাঙ্কের নিধন সাধনে
যুদ্ধযাত্রা তরে মোরা প্রস্তুত সকলে।
কিন্তু সে প্রবল শত্রু। উপযুক্তরূপ
সৈন্যযান সংগ্রহের হবে আবশ্যক।

বান। সুপণ্ডিত তুমি, বৎস !
ধৈর্য্য ধর বিপদের কালে ;
হঠকারিতার ফল বড়ই ভীষণ।
শক্তি সংগ্রহের কর ব্যবস্থা প্রথমে ;

ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তব।

হর্ষ। শিরোধার্য্য তব উপদেশ, গুরুদেব!
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)
মহাপ্রাণ অগ্রজ আমার!
তোমার পবিত্র আত্মা স্মরি
এই সভামাঝে গুরুদেবের সম্মুখে
করিলাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ
যদি শশাঙ্কের রাজ্য করি আক্রমণ
না পারি করিতে তার উত্তপ্ত শোণিতে
তর্পণ, আত্মার তব চিরশান্তি তরে,
প্রজ্জলিত হুতাশনে করিয়া প্রবেশ
নিজ দেহ দিব বিসর্জ্জন।
অবন্তি!

অবন্তী। কি আদেশ, যুবরাজ!

হর্ষ। লও তুমি সৈন্যযান সংগ্রহের ভার;
মিত্র রাজাদের কাছে পাঠাও আদেশ
অবিলম্বে হইতে প্রস্তুত
মম অভিযান সহ যোগদান তরে।
সাম্রাজ্যের পূর্ণ শক্তি হবে নিয়োজিত।
সেনাপতি!

সিংহ। কি আদেশ, যুবরাজ!

হর্ষ। যাব আমি এই নিশা শেষে
কান্যকুব্জে, রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধনে;

দাও সেনাদলে আজ্ঞা হইতে প্রস্তুত।
রবে তুমি থানেশ্বরে পুরী রক্ষা তরে।

সিংহ। যথা আজ্ঞা, দেব!

হর্ষ। (বানভট্টের পদধারণ করিয়া)
গুরুদেব! মাগি আশীর্ব্বাদ!

বান। দেব থানেশ্বর তব করুন মঙ্গল ;
হইবে বিজয়ী, বৎস, প্রসাদে তাঁহার।

পঞ্চম দৃশ্য

কান্যকুব্জ রাজপুরী—কারাগার

(বন্দিনী রাজ্যশ্রী)

রাজ্যশ্রী। হে আরাধ্য দেবতা আমার!
কোন্ অপরাধে তুমি ত্যজিলে আমারে!
কনকতপনরূপে উদিয়া হৃদয়ে
আলোকিত করি তারে ক্ষণেকের তরে
কেন হ'লে অস্তমিত জীবন প্রভাতে।
অভাগিনী আমি, তাই হোলোনা আমার
অবসান তোমার পাশেতে। মনে হয়
ওই দিব্যলোকে তুমি উঠেছ ফুটিয়া
উজ্জল তারকারূপে, করিয়া রঞ্জিত
পরম পিতার পদতল। সেথা হ'তে
ডাকিছ আমারে। না ছাড়িব আশা আমি ;
যেমনে পারি এ দেহ ছাড়িয়া
মিশিব তোমার সনে অনন্ত মিলনে।

(ব্যস্তভাবে চারিদিক দেখিতে দেখিতে কণিকার প্রবেশ)

কণিকা। দেবি! আমার সঙ্গে শীঘ্র আসুন।

রাজ্য। কেন কণিকা? কোথায় যাব?

কণিকা। উদ্ধারের উপায় করেছি। এই কয়দিন আমি অনবরত চেষ্টা ক'রে একটা দরজার লোহার শিকল কেটেছি। সেই দরজা দিয়ে পলায়ন কোর্‌বো। গুপ্তরাজের বিজয় উৎসবে আজ রাজপুরী উন্মত্ত। প্রহরীরা সব অসতর্ক। পুরীর বাহিরে বিশ্বস্ত অনুচরেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌বে তার ব্যবস্থা করেছি। আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

রাজ্য। চল কণিকা! বোধ হয় ভগবান এতদিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় কর্‌লেন।

(যবনিকা পতন) (নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ (ক) অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হর্ষবর্দ্ধনের শিবির

(হর্ষবর্দ্ধন ও কুণ্ডল)

হর্ষ। কুণ্ডল!
কান্যকুব্জ আর কতদূর?

কুণ্ডল। আসিয়াছি কান্যকুব্জ সীমান্তে আমরা;
আশা করি দুই দিনে আর
উপস্থিত হব মোরা নগরীর দ্বারে।

হর্ষ। শোকাবেগে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার
হইতেছে ক্রমশঃ নিস্তেজ।
দিবানিশি জাগে মনে
অগ্রজের প্রশান্ত বদন;
মনে হয় রাজ্যশ্রীর করুণ ক্রন্দন
অবিরত পশিছে শ্রবণে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তার বায়ু সনে মিশি
আসিয়া রোধিছে যেন হৃৎপিণ্ড মম।
অভাগিনী ভগিনী আমার!
কতদিনে হবে তব উদ্ধার সাধন!

কুণ্ডল। কিছু চিন্তা নাহি, যুবরাজ!
না পারিবে শত্রুসেনা
রোধিতে প্রবল বেগ তব;
নিমেষে করিব মোরা পুরী অধিকার।

হর্ষ। অসহ্য বিলম্ব আর, মানস আমার
অশ্বারোহী সৈন্য ল'য়ে শুধু
যাব আমি বায়ুবেগে কান্যকুব্জপুরে
পশ্চাতে আসিবে তুমি পদাতি লইয়া।

কুণ্ডল। ক্ষম প্রতিবাদ, যুবরাজ!
কান্যকুব্জ পুরী এবে শত্রু হস্তগত;
না জানিয়া সবিশেষ অবস্থা তাহার
এই অল্পসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ল'য়ে
আক্রমণ নহে নিরাপদ।

হর্ষ। জানি আমি নহে নিরাপদ;
কিন্তু যবে চারিদিকে বিপদ আমার
নাহি করি ভয় আমি আর এক বিপদে।
দেখা যাক্ শেষ তার কোথা।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! সেনাপতি ভণ্ডী উপস্থিত।

হর্ষ। ভণ্ডী! ল'য়ে এস তারে।

(ভণ্ডীর প্রবেশ)

হর্ষ। ভণ্ডী! আসিয়াছ তুমি! এই দীন বেশ তব!
হা ভ্রাতঃ।

(রোদন)

ভণ্ডী। হতভাগ্য আমি, যুবরাজ!
তাই মম রহিল পরাণ।
পাষণ্ড গৌড়ের রাজা বিশ্বাসঘাতক
করিল কি সর্ব্বনাশ!

হর্ষ। হা অগ্রজ আমার!
অবিরত জাগে মনে তোমার বদন;
মনে হয় ত্যজি এ জীবন
মিশি গিয়া তোমা সনে ওই দিব্যলোকে।
ভণ্ডী!
পথশ্রান্ত তুমি এবে, লভগে বিশ্রাম,
তারপর সবিশেষ করিব শ্রবণ
মহাপাপী শশাঙ্কের নৃশংস কাহিনী।
চলিয়াছি আমি এবে কান্যকুব্জ মুখে
রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধনে।

ভণ্ডী। যুবরাজ! লোকমুখে শুনিয়াছি আমি
গুপ্তরাজা করিয়াছে কান্যকুব্জ জয়।
কোনরূপে হ'য়ে মুক্ত কারাগার হ'তে
মহিষী রাজ্যশ্রী নিজ অনুচর সহ
বিন্ধ্যাচল অভিমুখে করেছে প্রস্থান।
সে সংবাদ পেয়ে করিয়াছি অন্বেষণ
নানা স্থানে, কিন্তু নাহি কোনই উদ্দেশ।

হর্ষ। অনর্থক তবে কান্যকুব্জে অভিযান।
যাব আমি বিন্ধ্যারণ্য পানে
রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের তরে।

প্রধান কর্ত্তব্য মম ইহাই এখন।
নাহি চাহি সৈন্য আমি; তাহাদের ল'য়ে
যাও তুমি গৌড়রাজ্য পথে।
ভগিনীর করিয়া সন্ধান
মিলিব তোমার সনে আমরা সত্বরে।

ভণ্ডী। যথা আজ্ঞা, যুবরাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানেশ্বর নগরীর সম্মুখে শিবির

স্কন্দ। থানেশ্বর! অবিশ্বাসী সন্তান তোমার
এসেছে সম্মুখে তব মহাকালরূপে
সাধিতে ধ্বংসের লীলা। শান্তিভরা বুকে তব
করিবে সে প্রলয়ের তীব্র অভিনয়।
কি দোষ তাহার? এতদিন
হৃদয় শোণিতে করি অর্চ্চনা তোমার
পেয়েছে সে বিনিময়ে তার—
অবমান, অবিশ্বাস। (তাই) অধিকার তার
তোমার হৃদয় রক্তে রঞ্জিত করিতে ধরণীরে।
করেছ যে দান, লহ প্রতিদান তার।
তারপর,—
প্রলয়ের মহানিশা অবসানে,
উদিবে নূতন সূর্য্য আকাশে তোমার,
হইবে নূতন সৃষ্টি, নব অভ্যুত্থান।
শান্তির অমিয় ধারা ধরিয়া হৃদয়ে
আবার উঠিবে তুমি আনন্দে ভাসিয়া।
দেশ দেশান্তর হ'তে সৌন্দর্য্য সম্ভার
আসিয়া রঞ্জিবে তব নব কলেবর।
সুখ সমৃদ্ধির ধারা প্রতি অঙ্গে তব

ছুটিবে দ্বিগুণ বেগে। উঠিবে আবার
তোমার উন্নত শির আকাশ ভেদিয়া।
নবীন উৎসাহে মাতি এই বাহুদ্বয়
আবার হইবে ধন্য সেবিয়া তোমারে।

(অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

অগ্নি। কি ভাবিছ, বন্ধুবর!
স্কন্দ। এস অগ্নিমিত্র! দেখিতেছি আকাশ কুসুম!
অগ্নি। স্কন্দগুপ্ত! হৃদয়ের বাসনা তোমার
নহে আর আকাশ কুসুম,
কল্পনার রাজ্যে ছায়াবাজী;
সে এখন বাস্তব হইয়া
এসেছে তোমায় দিতে ধরা।
হও আর একপদ মাত্র অগ্রসর,
লভিবে তাহারে।
স্কন্দ। একপদ, কিন্তু সে যে বড়ই দুর্গম!
হয় তাহা নিয়ে যাবে মোরে পরপারে
না হয় ডুবাবে মোরে অনন্ত গহ্বরে।
সেনাপতি সিংহনাদ অমিত বিক্রমে
করিতেছে পুরী রক্ষা। পশ্চাতে তাহার
আছে বানভট্ট বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণধার।
অগ্নি। কিছু চিন্তা নাহি তব। হবে অবসান
সত্বরে তাদের লীলা। জালে বদ্ধ মীন
করে আস্ফালন মাত্র ক্ষণেকের তরে।

সুপ্রসন্না ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার উপর,
তা না হ'লে অভিযান সংবাদ তোমার
না আসিল ঘুনাক্ষরে থানেশ্বর পুরে
হর্ষবর্দ্ধনের পুরী ত্যাগের পূর্ব্বেতে।

স্কন্দ। (কিন্তু) এতদিনে পেয়েছে সে সংবাদ নিশ্চয়।
যদি আসে ফিরিয়া নগরে
অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে আমার ;
এই অল্পসংখ্য সেনা ল'য়ে
গতিরোধ তার হবে অতীব কঠিন ;
অবন্তীরাজের সেনা আসিলনা কেহ
এখনো মম সাহায্যের তরে।
অনেক চিন্তার পর করিয়াছি স্থির
উপস্থিত কর্ত্তব্য আমার।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। সেনাপতি! সেনানায়কগণ উপস্থিত।

স্কন্দ। তাঁহাদের এখানে ল'য়ে এস।

(সেনানায়কগণের প্রবেশ)

১ম সে, না। কি আদেশ, সেনাপতি?

স্কন্দ। আলোচনা করিয়াছি তোমাদের সহ
বর্ত্তমান অবস্থা মোদের।
অবরুদ্ধ থানেশ্বর পুরী
করিতেছে উপহাস শক্তি আমাদের।
এই সৈন্য ল'য়ে

অবরোধ অসম্ভব দীর্ঘকাল ধরি।
হর্ষবর্দ্ধনের সেনা ইতিমধ্যে যদি
আসে ফিরি, পড়িব মোরা দুই শত্রু মাঝে ;
তাই ইচ্ছা মম
অবরোধে কালক্ষয় নাহি করি আর
অবিলম্বে কর সবে দুর্গ আক্রমণ।

২য় সে, না। প্রস্তুত সকলে মোরা আক্রমণ তরে।

স্কন্দ। সৈন্যগণে দিবে উপদেশ
বুঝাইয়া বর্ত্তমান অবস্থা সবার।
জানি আমি এ দুর্গের সকল সন্ধান,
প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড তার
আছে আঁকা মম চিত্তপটে।
যদি মোরা প্রাণপণে একাগ্র উদ্যমে
করি আক্রমণ আচম্বিতে,
না পারিবে বৃদ্ধ সিংহনাদ
সহিতে সে তরঙ্গ ভীষণ।
দিবে করি সাবধান প্রত্যেক সৈনিকে
যদি কেহ বিন্দুমাত্র করে শিথিলতা
হবে প্রাণদণ্ড তার।

১ম সে, না। যথা আজ্ঞা, সেনাপতি!

(সেনানায়কগণ নিষ্ক্রান্ত)

স্কন্দ। অগ্নিমিত্র!
বহুদিন পরে এই অবসন্ন দেহে
হইতেছে যেন নব প্রাণের সঞ্চার,

আবার বিশুষ্ক এই শিরাধমণীতে
ছুটিতেছে রক্তস্রোত বিদ্যুৎ গতিতে।

(চিন্তাকরিয়া)

বল দেখি অগ্নিমিত্র, আজ বেশী আনন্দ আমার
না কান্যকুব্জ নৃপতির,
যেদিন সে এসেছিল এই পুরীদ্বারে
সাজিয়া বরের বেশে ?

অগ্নি। না পারি কহিতে, বন্ধুবর !
কোথা পাব ভাবপ্রবণতা
তোমার মতন ?

স্কন্দ। পেতে চেষ্টা কর, সখে !
তা না হ'লে কেমনে হইবে তুমি
উপযুক্ত মন্ত্রী মম ?

তৃতীয় দৃশ্য

সার্ব্বভৌমের বাটী

(সার্ব্বভৌম ও জগদম্বা)

সার্ব্ব। ও গিন্নী, বলি,—এলো যে !

জগ। কৈ ? কে এলো ?

সার্ব্ব। সেই,—রাত্তিরে যাদের নাম কর্ত্তে নাই।

জগ। কে ? ভূত না পেরেত ?

সার্ব্ব। আরে ছাই ! তা কেন ? সে ত ভাল ছিল। কোনো রকমে দাঁতকপাটি সাম্‌লে চোক কান বুজে রামনাম কত্তে পাল্লেই ভাগ্‌তো, কিন্তু এযে তার বাবা !

জগ। কে তবে ?

সার্ব্ব। এই,—যারা লড়াই করে।

জগ। ওঃ, সৈন্যেরা।

সার্ব্ব। এই মরেছে ! মাগী রেতের বেলায় নাম ক'রে ফেল্লেরে ! দেখ তুমি যদি সময়ে অসময়ে এ রকম অকথা কুকথা মুখে আন তা হ'লে আমার সঙ্গে পোষাবে না। তা হ'লে হয় আমি এ বাড়ীতে থাকি তুমি যাও, না হ'লে তুমি যাও আমি এ বাড়ীতে থাকি।

জগ। বুদ্ধির বেরস্‌পতি ! তা তোমার এত ভয় কেন ? পুরুষ মানুষ, অত বড় দেহখানা আছে, তুমিও লড়্‌বে।

সার্ব্ব। উহুঁ-হুঁ-হুঁ, তা হয় না গিন্নী ! কলিযুগে বামুনের ও সব শাস্ত্রে বারণ,—একেবারে মহাপাতক।

জগ। আহা মরি! কি শাস্ত্র! চাল কলা ছানা মণ্ডার বেলায় আপনারা, আর মাথা দেবার বেলায় আর একজন! তা না হবেই বা কেন? শাস্ত্র ত তোমরাই করেছ!

সার্ব্ব। ভাব, ভাব গিন্নী! বাপ পিতামহদের বুদ্ধির বহরখানা একবার ভাব। একে এই দুনিয়াটায় এম্‌নিই পদে পদে বিপদ—এই ধর জ্বর, পেটের অসুখ, বাত, হাঁপানি, মাথা কাটা—

জগ। গণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে ভুঁড়ীফাটা—

সার্ব্ব। এই সবের জ্বালাতেই ত চক্ষুস্থির, তার ওপর যদি ও রকম বেখোঁয়াড়ে মরবার পথটা না বন্ধ করে যেত তা হ'লে এতদিন ব্রাহ্মণ-বংশ নির্ব্বংশ হয়ে যেতো। বাবা! ভগবান রক্ষা করেছেন! তা গিন্নী, যদি তারা এসে পড়ে তা হ'লে কি হবে?

জগ। কেন? তার আর ভাবনা কি? তুমি চট্ ক'রে গিয়ে ঘরের কোণে মাথা গুঁজে বসে পড়্‌বে—যদি দেখ্‌তে পায় আমি বোল্‌বো এখন ওটা চালের জালা। যাক্—সে ত পরের কথা, এখন এম্‌নিই যে প্রাণ যায়। ঘর থেকে না বেরুলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যে বন্ধ।

সার্ব্ব। আঃ, কি বিপদেই পড়া গেছে বাবা! কোত্থেকে এ আপদ এসে জুটলো রে! বানভট্ট ঠাকুরের যেমন বুদ্ধি! রাজারাজড়ার বাড়ীর ব্যাপার, যার যাকে মন হবে সে তাকে বিয়ে কর্‌বে, তুই মাঝখানে প'ড়ে সব গুলিয়ে দিলি কেন বাপু? তোর এত মাথাব্যথা কেন? বিয়েটা দিয়ে দিলেই হোতো, তারপর যে রকম যোগাযোগ ছিল, মনে হয় একবার মাথাটা গলালেই বাছাধনকে আর উঠে ঘাস খেতে হোতো না, দু'মাসের মধ্যেই ফর্সা হয়ে যেত। তা হ'লে আর আজ এ বিপদে পড়তে হোতো না।

জগ। কি বোকছো মাথামুণ্ডু গড়গড় ক'রে? কার দু'মাসে ফর্সা হোতো?

সার্ব্ব। ও সব বুঝবে না গিন্নী! ও অতি উচ্চ অঙ্গের সুর,—রাজনীতি, রাজনীতি,—এ তোমার ভাতের হাঁড়ীতে চাল ছাড়া নয়। তুমি ত আমাকে এখনো চিনলে না গিন্নী! মনে কর বুঝি আমার মাথায় সেই একটা জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নাই।

জগ। একটা জিনিষ কি?

সার্ব্ব। পরমার্থ চিন্তা, পরমার্থ চিন্তা।

জগ। যাক্, এখন অনেক রাত হয়েছে, পরমার্থ চিন্তাটা সকাল সকাল সেরে নিয়ে নাক ডাকিয়ে দাও, আর আমিও আমার পরমার্থটা শেষ করে তোমার পাশে গিয়ে সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শুনতে শুনতে মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। তারপর কাল একবার চোক কাণ বুজে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত যাবে, তা না হ'লে আর পরমার্থ চলবে না, সেটা ত বুঝেছ?

সার্ব্ব। হাঁ, হাঁ—তা যাব বৈকি, নিশ্চয় যাবো। তুমি এখন যাও, ওদিকের যোগাড় দেখ।

(জগদম্বা নিষ্ক্রান্ত)

(স্বগতঃ) বাবা! এ ত ব্রাহ্মণী নয়, যেন সাক্ষাৎ নগরপাল! যতই গুঁতো দাও বাবা, শম্মা ঘর থেকে এক পাও নড়ছে না। একটা তীর এসে বোঁ ক'রে লাগুক, আর পৈত্রিক প্রাণটা একেবারে সোঁ ক'রে বেরিয়ে যাক্। তা হ'লে তুমি নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনের নূতন পত্তন নিয়ে একলা একলা ঘী দুধ খাও, আর পাড়া বেড়াও! সেটি হ'চ্ছে না, যাদুমণি!

চতুর্থ দৃশ্য

থানেশ্বর মন্দির

(দেবমূর্ত্তি সম্মুখে বানভট্ট আসীন)

বান। দেব থানেশ্বর! আজ করি যুক্ত করে
তোমার করুণা ভিক্ষা। অতি আচম্বিতে
হইয়াছে ঘন ঘোর মেঘের সঞ্চার
এ রাজ্যের প্রশান্ত আকাশে। অবরুদ্ধ
রাজপুরী হইয়াছে শ্মশানের প্রায়।
অন্নাভাবে শীর্ণ নাগরিক হয়ে আসে
অবসন্ন ক্রমে। জনশূন্য রাজপথ,
কেহ নাহি আসে আর ঘরের বাহিরে,
রাত্রিকালে কেহ নাহি জ্বালে দীপ ঘরে।
ঘোর অন্ধকারে ঢাকা নগরীটা যেন
পড়ে থাকে গতপ্রাণ দৈত্যের মতন।
সৈন্যসংখ্যা ক্রমে ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ,
পুরীরক্ষা ক্রমশঃ হ'তেছে অসম্ভব।
হর্ষবর্দ্ধনের নাহি কোনই উদ্দেশ।
করেছিল নির্ভর সে আমার উপর,
কিন্তু আমি নাহি পারিলাম
রক্ষিতে তাহার সিংহাসন।
চারিদিকে নৈরাশ্যের গাঢ় ছায়া আসি

ঘেরিয়াছে হৃদয় আমার।
যে লক্ষ্যের পশ্চাতে ছুটিয়া
আসিলাম এতকাল সব ত্যাগ করি
সে এখন দৃষ্টির বাহিরে, বহুদূরে।
চারিদিকে প্রতিকুল তরঙ্গ ভীষণ
আসিছে ছুটিয়া গ্রাস করিতে আমারে।
ভগবান!
সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার যদি
এই পরিণাম,
সম্পূর্ণ বিফল যদি এ দীর্ঘ প্রয়াস,
নাহি যদি বিন্দুমাত্র আলোর আভাষ
এই ঘোর তমসায়,
(তবে) নিরর্থক এ জীবন ভার।
দাও তব ত্রিশুল, দেবতা!
হানি তারে এই বক্ষে সম্মুখে তোমার,
টেনে ছিঁড়ে হৃদয়ের রক্ত শতদল
দিব পুষ্পাঞ্জলি পদে এই ভিক্ষা করি,—
"দাও মোরে শতজন্ম সাধনার তরে,
এ জনমে যে বাসনা হ'ল না পূরণ
হয় যেন জন্মান্তরে সাফল্য তাহার।"

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। গুরুদেব!
বান। কে?
জয়ন্তী। আমি জয়ন্তী।

ান। জয়ন্তি !
কেমনে ফিরিলে তুমি তীর্থস্থান হ'তে
এত শীঘ্র ? যদি আসিয়াছ, কর তবে
উপকার উপযুক্ত পুত্রের তোমার,
আনি দেবতার অস্ত্র হান এই বুকে
পরম শত্রুর তার হোক্ অবসান ।

জয়ন্তী। গুরুদেব ! লোকমুখে শুনিয়া কাহিনী
আসিয়াছি ফিরি থানেশ্বরে ।
অপরাধী আমি, প্রাণদণ্ড প্রার্থনা আমার !

বান। কেন ? তোমার কি অপরাধ ?

জয়ন্তী। আমা হ'তে লভেছে জনম
এই অমঙ্গল,
এই বিষবৃক্ষে আমি করেছি বর্দ্ধিত
হৃদয়ের অমৃত ঢালিয়া।
প্রতি অণু পরমাণু তার
বিকাশ মাত্র সত্তার আমার ।
আমি যদি নহি অপরাধী, তবে কে ?
দাও মোরে প্রাণদণ্ড !

বান। জয়ন্তি !
অকারণ আত্মগ্লানি তব ।
জানি আমি কত উচ্চ হৃদয় তোমার,
কত তেজোময়ী তুমি ;
জানি আমি তোমা হ'তে তনয় তোমার
নাহি লভিয়াছে এই পাপের প্রেরণা ;

এই কর্ম তার
ঘূর্ণাবর্ত্তসম প্রকৃতির খরস্রোতে।
বুঝি আমি কি যাতনা
দিতেছে সে হৃদয়ে তোমার।

জয়ন্তী। তবু আমি চাহি শান্তি।

বান। কিছুমাত্র নাহি আবশ্যক।
জানি আমি থানেশ্বর কত প্রিয় তব;
এই চিন্তা কর শুধু, সন্তান তোমার
উপস্থিত আজ তার সংহার মানসে,
ভুলেছে সে তোমারে এখন।
ইহাই কঠিন শাস্তি তব,
মৃত্যুদণ্ড হ'তে ভয়ঙ্কর।

জয়ন্তী। গুরুদেব! যদি নাহি দিবে
প্রাণদণ্ড, এই ভিক্ষা মাগি
উন্মুক্ত করিয়া দাও নগরীর দ্বার
যাব আমি পুত্রের নিকটে।

বান। কেন? কি উদ্দেশ্যে?

জয়ন্তী। এখনো আছে ভরসা আমার,
দেখি যদি নিবৃত্ত করিতে পারি তারে।

বান। দেখ যদি পার। নগরী রক্ষার
নাহি আর অপর উপায়।

জয়ন্তী। (জোড় করে দেবতার দিকে চাহিয়া)
দাও তারে সুমতি, দেবতা!
মাতৃবক্ষ হ'তে করিওনা বিচ্যুত তাহারে।

বান। (যদি) শুনে তব কথা ধীর ভাবে,
দিয়া তারে রাজ্যশ্রীর বৈধব্য সংবাদ
বোলো "বানভট্ট নহে মিথ্যাবাদী"।

জয়ন্তী। কি অর্থ ইহার, দেব?

বান। জানিবার নাহি আবশ্যক,
বলিলেই পারিবে সে সমস্ত বুঝিতে।
করুন দেবতা তব উত্তম সফল।

জয়ন্তী। রাত্রিকালে আদেশ বিহনে
না হইবে পুরীদ্বার উন্মুক্ত এখন।

বান। লও এই রুদ্রাক্ষের মালা

(মালা প্রদান)

দেখিলে ইহারে, দ্বার ছাড়িবে প্রহরী।

জয়ন্তী। (জোড় করে দেবতার পানে চাহিয়া)
থানেশ্বর! তোমার এ পবিত্র মন্দিরে
দেবতা প্রতিম গুরুদেবের সম্মুখে
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা—যে প্রকারে পারি
রক্ষিব রাজার সিংহাসন।

(নিজ্রান্ত)

বান। অসামান্যা এ রমণী, যেন বহ্নিশিখা!
কি অনল জ্বলিতেছে নয়নে তাহার!
না জানি কি অনর্থ ঘটায়।
স্কন্দগুপ্ত!
এখনো তোমার তরে আছে এ হৃদয়ে
অসীম স্নেহের ধারা।
ইচ্ছা হয় এখনো ছুটিয়া
যাই তব মঙ্গল সাধনে।
ভ্রান্ত তুমি, তাই নাহি চিনিলে আমারে।

পঞ্চম দৃশ্য

স্কন্দগুপ্তের শিবির

(জয়ন্তী ও একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। এই সেনাপতির শিবির।

জয়ন্তী। যাও বৎস, মঙ্গল তব করুন দেবতা।

(অভিবাদন পূর্ব্বক সৈনিক নিষ্ক্রান্ত

জয়ন্তী। এই মম পুত্রের শিবির!
উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ, যেন গর্ব্বভরে
রয়েছে দাঁড়ায়ে উচ্চশিরে
অন্ধকার থানেশ্বর পুরীর সম্মুখে।
আসিবার কালে শুনি সৈনিকের কাছে
অপূর্ব্ব বীরত্ব গাথা তার
জননী হৃদয় মম উঠেছিল ভরি
পুত্রের গৌরবে। হ'লে তার উদ্যম সফল
হব আমি রাজমাতা। চিন্তামাত্র তার
কতই মধুর, কত মাদকতা মাখা।
কিন্তু নিয়তির কি দারুণ পরিহাস
আসিয়াছি আমি হেথা করিতে নির্ম্মূল
সমগ্র উদ্যম তার, সমস্ত বাসনা।
ভগবান! কেন দিলে তুমি মতি তারে
আক্রমিতে থানেশ্বর? যদি ছিল তার
রাজ্যের পিপাসা, কেন অন্য রাজ্য কোন
করিলনা আক্রমণ এই সৈন্য লয়ে?

তা হ'লে তাহার জননীর আশীর্ব্বাদ
করিত বাহুতে তার বলের সঞ্চার
শতগুণে। যেন কোন দুষ্টগ্রহ তার
আনিয়াছে তারে থানেশ্বর অভিমুখে,
থানেশ্বর—যেখানে সে লভেছে জনম,
যার অন্নজলে দেহ হয়েছে বর্দ্ধিত,
এসেছে সে আজ তার সংহাররূপে।
মঙ্গল চিন্তায় তার করেছি যাপন
জীবনের অর্দ্ধভাগ; আজিও করিব
তার মঙ্গল বিধান। সব বুঝাইয়া
করিব প্রয়াস তারে নিবৃত্ত করিতে।
কিন্তু যদি হয় মম উদ্যম বিফল,
যদি নাহি শুনে মোর কথা,
তবে আর একমাত্র উপায় আমার।
ওঃ! চিন্তামাত্রে তার
সর্ব্বাঙ্গ মম উঠিছে কাঁপিয়া,
রুদ্ধ অশ্রুধার অন্ধ করিছে নয়ন,
মনে হয় চন্দ্র সূর্য্য সব নিভে গেছে,
কক্ষভ্রষ্ট পৃথিবীটা যেন
ভীমবেগে ছুটে চলিয়াছে
বিচূর্ণিত হ'তে অন্য গ্রহের সংঘাতে।
জগতের জননী সকল!
চেপে ধর সবে বুকে পুত্রে আপনার।
থানেশ্বরপুরী! প্রতি বালুকণা তব

স্বর্ণরেণু সম শোভে নয়নে আমার,
বারিবিন্দু স্বরগের অমৃত সমান,
তরুলতা নন্দনের পারিজাত সম।
কর্ত্তব্য তোমার প্রতি করিব সাধন,
যেমনে পারি রক্ষিব তোমারে।
ভগবান! দাও হৃদে বল।

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

স্কন্দ। কে?
জয়ন্তী আমি,—জননী তোমার।
স্কন্দ। একি! মা!
(প্রণাম করিয়া)
কেন মা আসিলে এত সত্বরে ফিরিয়া?
কেমনে আসিলে হেথা?
জয়ন্তী। শুনিলাম অর্দ্ধপথে তোমার কাহিনী,
থানেশ্বর আক্রমণ, (তাই) নাহি গিয়া আর
আসিলাম ছুটি, বৎস, রক্ষিতে তোমারে।
স্কন্দ। রক্ষিতে আমারে! কেন? কি আশঙ্কা
তোমার জননি?
জয়ন্তী। সমূহ বিপদ তব দেখ চিন্তা করি।
স্কন্দ। কি বিপদ? যুদ্ধে মৃত্যু? পরাজয়ে প্রাণদণ্ড?
মৃত্যুভয় সৈনিক জীবনে
আছে ত মা সর্ব্বক্ষণ!
নাহি কিছু নূতনত্ব তাহে।

জয়ন্তী। দেহের মৃত্যুর তরে জননী তোমার
নাহি করে বিন্দুমাত্র ভয় ;
কিন্তু এ আত্মার মৃত্যু তব
না ঘটিতে দিব আমি।
স্কন্দগুপ্ত ! আমার সন্তান হ'য়ে তুমি
আসিয়াছ থানেশ্বর সংহার মানসে !
ভাব দেখি এই রাজ্যবাসীর হৃদয়ে
ছিলে তুমি কত উচ্চে ! গৌরবে তোমার
আমার এ বক্ষ সদা উঠিত উথলি,
(আর) আজ তুমি উপস্থিত রাজদ্রোহিরূপে
শত্রুর সেনার সঙ্গে !
কত অধঃপতন তোমার !

স্কন্দ। পতন না উত্থান, জননি !
অতি উচ্চ লক্ষ্য মম, সিদ্ধি তার
সম্মুখে আমার। নহি রাজদ্রোহী আমি ;
এই রাজবংশসনে সম্বন্ধ আমার
করিয়া বিচ্ছিন্ন আগে ধর্ম্মে সাক্ষী করি
লইয়াছি অপর আশ্রয়।
ধরেছি মা এইপথ
সহ্য করি অশেষ যাতনা।
মানিতাম যারে আমি দেবতার মত
সেও দেখি প্রতারণা করেছে আমারে,
সেও করে অবিশ্বাস !

জয়ন্তী। বৎস,
রুদ্ধ অভিমান বহ্নি হৃদয়ে তোমার

ধূমায়িত হ'য়ে এই দুই বর্ষ ধরি
অনুকূল বায়ুর প্রভাবে
জলিয়া উঠেছে আজ প্রচণ্ড আবেগে ;
তাই হারায়েছ তুমি স্থির বুদ্ধি তব,
ভ্রান্ত সব ধারণা তোমার।
আসিবার কালে আমি করেছি সাক্ষাৎ
গুরুদেব সহ থানেশ্বরের মন্দিরে,
সে পবিত্র স্থানে তিনি কহিলেন মোরে
বলিতে তোমারে, দিয়া রাজ্যশ্রীর বৈধব্য সংবাদ,
"বানভট্ট নহে মিথ্যাবাদী।"

স্কন্দ। (চিন্তা করিয়া)
ওঃ, বুঝেছি এখন।

জয়ন্তী। দেখ, বৎস, স্থিরমনে করি বিবেচনা
কি অনর্থ ঘটিয়াছে আজ থানেশ্বরে
তোমা হ'তে। ঘটিবে আরো শতগুণ তার
হও যদি আর একপদ অগ্রসর।
এই থানেশ্বরপুরে লভেছ জনম,
হয়েছ বর্দ্ধিত তার বুকে,
তব পিতৃ পিতামহগণ
কত শত বর্ষ ধরি অক্লান্ত প্রয়াসে
গড়িয়া তুলেছে তারে।
পবিত্র তাদের অস্থি শিরা
আছে এই ধূলাতে মিশিয়া,
মনে হয় যেন শেষ নিশ্বাস তাদের

এখনো ঘুরিছে এই বায়ু সনে মিশি।
সর্ব্বনাশ এই নগরীর
হবে শেষে তোমা হ'তে ?

স্কন্দ। বুঝি মা সমস্ত আমি। এই ভাবনায়
যাপিয়াছি কত দীর্ঘ বিনিদ্র যামিনী,
অনেক চিন্তার পর করেছি আশ্রয়
এই পথ। আসিয়াছি এবে বহুদূরে ;
নিবৃত্তি এখন আমা হ'তে অসম্ভব।

জয়ন্তী শোনো স্কন্দ !
অনর্থক যুক্তি তর্ক তোমার সহিত।
অসম্ভব যাহা, তাহা হইবে সম্ভব
আমার ইচ্ছার বলে। ভাবিওনা তুমি
আসিয়াছি আমি আজ সম্মুখে তোমার
দীনা ভিখারিণী মত, কম্পিত হৃদয়ে
যুক্তকরে করিতে প্রার্থনা
মঙ্গল এ রাজত্বের।
আমি মাতা তব ; অস্তিত্ব তোমার
আমা হ'তে হয়েছে সম্ভব ;
প্রতি অণু পরমাণু তব
আমার শোণিত বিন্দু,
ওই জড় দেহ এই দেহের বিকার,
প্রাণ তার অংশ এ প্রাণের।
ভুলে যাও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তব।
কি সাধ্য তোমার মম ইচ্ছা প্রতিকূলে

হবে একপদ অগ্রসর। শৈশবে যেমন
রক্ষা করিয়াছি আমি প্রতি পদক্ষেপে
তোমারে পতন হ'তে,
আজিও আমার আছে সেই অধিকার।
তার বলে দিতেছি আদেশ—
বিসর্জ্জন দিয়া এই সঙ্কল্প তোমার
এই দণ্ডে যাবে তুমি থানেশ্বর ছাড়ি।

স্কন্দ। রক্ষা কর মহিয়সী জননী আমার!
মনে হয় মা তোমার নয়ন অনলে
জ্বলে যাবে সর্ব্ব অঙ্গ মম।
স্বর্গাদপি গরিয়সী তুমি,
কখনো তোমার আজ্ঞা করিনি লঙ্ঘন
আজিও মা শিরোধার্য্য আদেশ তোমার,
করিলাম অঙ্গীকার
নিবৃত্ত হইব এই অভিযান হ'তে।

জয়ন্তী। বৎস, করুন তব মঙ্গল দেবতা।
(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিক্ষেপ)
দূর হও লৌহখণ্ড!
ঘনীভূত অমঙ্গল তুমি।

স্কন্দ। একি মা! তোমার বুকে ছুরিকা লুকানো!
যদি আনিয়াছ তারে এত যত্ন করি
কর তবে ব্যবহার তার।
নৈরাশ্যের সঘন আঘাতে জীর্ণ
ব্যর্থ এ জীবনভার করিতে বহন

নাহি বিন্দুমাত্র ইচ্ছা মম।
(জানু পাতিয়া)
দিলাম পাতিয়া বক্ষ সম্মুখে তোমার
জান তুমি এ হৃদয়ে স্পন্দন কোথায়,
সেইখানে দাও ওই ছুরিকা বসায়ে।

জয়ন্তী। উঠ বৎস, যে বাঁচে আত্মার মৃত্যু হ'তে
নাহি হয় কভু তার দেহের মরণ।
রক্ষা করিয়াছ মোরে মহাপাপ হ'তে
সেই সঙ্গে রক্ষিয়াছ তুমি আপনারে।
আবার তোমার তরে বহে এ হৃদয়ে
জননীর স্নেহাশীষ ধারা ;
করিবে সে তোমাতে আবার
পুণ্যশান্তি ভরা নবজীবন সঞ্চার।

স্কন্দ। কোথায় পাব, মা, সে জীবন ?
দাও মোরে পথ দেখাইয়া।

জয়ন্তী। বৎস ! শুধু আবেগ প্রেরিত বাহুবলে,
প্রতিহিংসা ভিত্তির উপর,
সিদ্ধি তব নাহি হবে স্থায়ী।
যাও চলি বিন্ধ্যারণ্যে। কিছুকাল তরে
এই কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে রহি দূরে সরি
মনের উৎকর্ষ লাভে করগে প্রয়াস,
এই পথ ছাড়িয়া ধর সাধনার পথ।
যদি বিশ্বে থাকে মাতৃভক্তির মহিমা
সে পথে দেখিবে তব মানসী-প্রতিমা।

(যবনিকা পতন)

বিষ্কম্ভক

বনপথ

(একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক ।

ঝিঁঝিট—যৎ ।

নাহি ভেদ হরি হরে,
মুদ্‌লে নয়ন মধুর মিলন
(তুমি) ভিন্ন দেখ আঁখির ঘোরে ।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যবে, অভেদাত্মা ব্রহ্ম তবে
(পরে) ত্রিমূর্ত্তি ধারণ তাঁর ত্রিগুণ বিভাগ তরে ।
জ্ঞান গর্ব্বে মুগ্ধ নর, মিছে শাস্ত্র ঘেঁটে মর
মুক্তি ছেড়ে ভক্তি ধর
(তখন) দেখ্‌বে সবে একাকারে ।

(যবনিকা পতন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিন্ধ্যারণ্য—দিবাকরমিত্রের বিহার

(দিবাকরমিত্র ও ভিক্ষুগণ)

ভিক্ষুগণ। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

দিবা। ভিক্ষুগণ! সিদ্ধার্থের অমিয় বচন
শুন সবে একমনে। এই বাক্য সুধা
রাখিবে সজীব করি অন্তর সবার :—
অজ্ঞানে রাখিয়া দূরে সেবা কর জ্ঞানে ;
মাননীয় যাহা, তাহা রাখিবে সম্মানে।
কর সদা সাধু ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ,
সর্ব্বদা সংযত কর বাক্য, দেহ, মন।
পরিহর পাপকার্য্য ঘৃণা করি তারে,
না হইবে কভু পরিশ্রান্ত সদাচারে।
কষ্টসহিষ্ণুতা আর দীনতা গ্রহণ
সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মচর্চ্চা সুখের সদন।
ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, বিনয়
মানবহৃদয়ে সদা করে শান্তিময়।
এক বীর রণে জয় করে সহস্রেরে

শ্রেষ্ঠ সে, যে জন জয় করে আপনারে।
সুখ দুঃখে যে হৃদয় নহে বিচলিত
তাহারি সাধনা পূর্ণ, মোক্ষ হস্তগত।

সকলে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

(একজন ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু। (দিবাকরমিত্রের প্রতি
থানেশ্বর অধিপতি বিহারের দ্বারে
উপস্থিত সাক্ষাৎ মানসে।

দিবা। সসম্মানে ল'য়ে এস তাঁরে।

(ভিক্ষুর সহিত হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ)

দিবা। থানেশ্বর রাজ ! তব শুভ আগমনে
সম্মানিত হ'ল এই বিহার প্রাঙ্গণ।

হর্ষ। শ্রমণপ্রবর ! আসি এই পুণ্যভূমে
করিতেছি অনুভব শান্তির নিশ্বাস।
শোকে দুঃখে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার
ভগ্নপ্রায়। নাহি দেখি আশার আলোক।

দিবা। পরিশ্রান্ত তুমি, নরপতি !
আতিথ্য গ্রহণে কর সম্মানিত মোরে,
তারপর সুস্থ চিত্তে বলিবে আমারে
সমস্ত কাহিনী তব।

হর্ষ। বিশ্রামের নাহি অবসর,

বড়ই হৃদয়ভেদী কাহিনী আমার।
কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মা হত রণে,
মহানিদ্রা লভিয়াছে অগ্রজ আমার—

দিবা। পাইয়াছি সে সংবাদ আমি।

হর্ষ। অধিকার করি পুরী মালবের রাজা
অন্তঃপুর কারাগারে বন্দিনী করিয়া
রেখেছিল ভগ্নীরে আমার;
পেয়েছি সংবাদ, মুক্ত করি আপনারে
এসেছে সে বিন্ধ্যারণ্য পানে।
এ অরণ্যে বহুস্থানে করেছি সন্ধান
অদ্যাপি কোথাও তার না পাই উদ্দেশ।
ভবদীয় সাহায্য বিহনে
নাহি হবে আমাদের চেষ্টা ফলবতী।

দিবা। কিছু চিন্তা নাহি, মহারাজ!
বিহারের ভিক্ষুগণ করিবে সন্ধান
তব অনুচর সহ। এই দণ্ডে আমি
করিব তাদের মাঝে সংবাদ প্রচার।
যদি থাকে ভগ্নী তব বিন্ধ্যারণ্য মাঝে
শীঘ্র তার মিলিবে উদ্দেশ।

(একজন ভিক্ষুর ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

ভিক্ষু। গুরুদেব! আসুন সত্বরে,
অগ্নিতে প্রবেশ করি নারী একজন
যাইতেছে ত্যজিতে জীবন;

মনে হয় উচ্চকুলসম্ভূতা রমণী,
শোকাবেগে হয়ে জ্ঞানহারা
ছুটিয়াছে মরণের পথে।
অসমর্থ সখীগণ রোধিতে তাহারে
অশ্রুসিক্ত অনুনয়ে,
তাই মম সহায়তা করিল প্রার্থনা।
মনে ভাবি একা আমি না পারিব তারে
নিবৃত্ত করিতে এই আত্মঘাত হ'তে,
আসিলাম ছুটিয়া হেথায়।

হর্ষ। শ্রমণপ্রবর!
নিঃসন্দেহ এ রমণী ভগিনী আমার;
এই দণ্ডে চলিলাম আমি সেইস্থানে।
রাখিয়াছি অশ্ব মোর বিহারের দ্বারে,
তদুপরি লইব ভিক্ষুরে সঙ্গে মম
দেখাইয়া দিতে পথ; আসুন আপনি
পশ্চাতে মোদের।

ভিক্ষু। গুরুদেব!
ওই ছোট পাহাড়ের তলে
নদীতীরে বনের ভিতর
দেখিয়াছি রমণীরে আমি।

দিবা। যাও, বৎস! যাব আমি তথায় সত্বরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনাভ্যন্তর

(রাজ্যশ্রী, কণিকা ও সখীগণ)

(কিছুদূরে চিতা সজ্জিত)

কণিকা। দেবি !
আবার মিনতি করি ধরিয়া চরণে
এ সঙ্কল্প কর পরিহার।
জগতের অশেষ কল্যাণ
তোমা হ'তে হইবে সাধিত।
রক্ষা কর মহামূল্য জীবন তোমার।

রাজ্যশ্রী। কণিকা !
করিওনা অনুরোধ আর ;
তোমার নয়ন বারি স্রোতে
মনের বাঁধন ভেঙ্গে যাবে।
তোমারে দেখিয়া আজ উঠিছে হৃদয়ে
বাল্য কৈশোরের সুখ স্মৃতি ;
স্নেহময়ী জননীর মুখ,
পিতা, ভ্রাতা, সখীদের আদর যতন,
সুখ শান্তি ভরা মম পিতৃ নিকেতন।
অদৃষ্ট আমার, সখি ! তা না হ'লে কেন
জীবনের আরম্ভ না হ'তে
ভেঙ্গে গেল কপাল আমার ?

কণিকা। সকলি তাঁহার ইচ্ছা, দেবি!
আমাদের ব্যাকুলতা শুধু।
এখনো ত আছে স্নেহময় ভ্রাতা তব,
ভাব এবে কত কষ্ট হইতেছে তাঁর
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী শোকে।
(শুধু) তাঁর মুখ চেয়ে
রাখ, দেবি, জীবন তোমার।

রাজ্যশ্রী। কণিকা!
ওই দেখ দেবতা আমার
দিব্যকান্তি, জ্যোতির্ম্ময় পুণ্যলোক হ'তে
প্রসারিয়া বাহু তাঁর ডাকিছে আমারে,
সেই টানে ছিঁড়িয়াছে সকল বন্ধন।
কেনরে নিরুদ্ধ অশ্রু এই বক্ষ ভেদি
আবার উঠিস্ আজি, শুষ্ক এ হৃদয়ে
এখনো কি আছে উৎস তোর!
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)
হে দেবতা! নাহি আর বিলম্ব আমার,
যেতেছি এখনি আমি মিশিতে তোমাতে।
বিদায় কণিকা! প্রিয় সহচরীগণ!
খেলা সাঙ্গ হ'ল আজ তোমাদের সনে;
যদি এ খেলার মাঝখানে
ক'রে থাকি কোনো অপরাধ,
সখী ব'লে ক্ষমা কর মোরে।

(সকলের রোদন)

কণিকা !
কর, সখি, শেষ কার্য্য মম।
কভু হও নাই তুমি অবাধ্য আমার,
শেষ ইচ্ছা কর পূর্ণ আজি,
দাও চিতা প্রজ্বলিত করি।

কণিকা। হা ভগবান্!

(চিতা প্রজ্বলিত করণ)

রাজ্যশ্রী। এস সখীগণ,
দাও মোরে ভাসাইয়া আনন্দ সাগরে।

(সখীগণের সহিত চিতাভিমুখে গমন)

হর্ষ (নেপথ্যে)। রাজ্যশ্রী ! রাজ্যশ্রী !

(হর্ষবর্দ্ধন ও ভিক্ষুর বেগে প্রবেশ)

হর্ষ। রাজ্যশ্রী !

(ছুটিয়া গিয়া রাজ্যশ্রীর হস্তধারণ)

হর্ষ। রাজ্যশ্রী ! অভাগিনী ভগিনী আমার !

তৃতীয় দৃশ্য

দিবাকরমিত্রের বিহার সমীপস্থ বনপথ

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

স্কন্দ। অপূর্ব্ব জীবন! শান্ত, পবিত্র, নির্ম্মল,
ঝটিকা বিক্ষুব্ধ দীর্ঘ নিশা অবসানে
প্রকৃতির সৌম্য মূর্ত্তি যথা উঠে ভাসি
উষার কনক রাগে হইয়া রঞ্জিত।
মনে হয় যেন কোন দৈত্যের পুরীতে
ছিলাম আবদ্ধ এতদিন
মোহকর যাদুমন্ত্র বলে,
মুক্তি পেয়ে আসিয়াছি ছুটে
আপন আবাসে। কি শান্তির অনুভূতি!
কিন্তু মাঝে মাঝে যেন এখনো পশিছে
সে উদ্দাম কলরব শ্রবণে আমার,
সে দেশের অর্থহীন ভাষা;
এখনো যেন নয়নের আগে
ভাসিতেছে সে আলোক অন্ধকার মাখা।
মনে হয় সেই মুগ্ধ জীবনটা যেন
পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত হয়ে,
আসি মাঝে মাঝে
রোধিয়া আমার পথ প্রতি পদক্ষেপে

বিদ্রূপ করিছে মোরে !
ভগবান ! হরিওনা চেতনা আমার !

(একজন ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু । কে তুমি এ বনমাঝে ভ্রমিছ একাকী ?
স্কন্দ । সামান্য পথিক আমি, বলিতে কি পার
আসিয়াছে কিনা কোন রাজপুত্র হেথা ।
ভিক্ষু । করিছেন অবস্থান থানেশ্বরপতি
আমাদের বিহার সমীপে ।
স্কন্দ । কোথায় বিহার তব ?
দাও মোরে পথ দেখাইয়া ।
ভিক্ষু । যাও এই পথে,
দেখিবে অদূরে এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
তার পরপারে পাবে বিহার-প্রাঙ্গণ ।

চতুর্থ দৃশ্য

(বিহার সমীপস্থ বৃক্ষতল)

হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রী

রাজ্যশ্রী। কেন ভাই রোধিলে আমারে
মহাযাত্রাপথে? এ ভগ্ন হৃদয়ে
অসম্ভব শান্তির সঞ্চার।
মনে হয় প্রাণ যেন গিয়াছে উড়িয়া,
(শুধু) দেহখানা প'ড়ে আছে হেথা
তিলে তিলে দগ্ধ হবে ব'লে।

হর্ষ। রাজ্যশ্রি!
সব বিধাতার ইচ্ছা! ললাট লিখন
কে পারে খণ্ডিতে? অদৃষ্টে যা ছিল আমাদের
হ'ল সংঘটিত তাহা।
শোকে দুঃখে অবসন্ন অন্তরে আমার
দিও না নূতন ব্যথা। বড় ভাগ্য মম
পেরেছি করিতে রক্ষা জীবন তোমার।

রাজ্যশ্রী। এ জীবনে আর মম কিবা প্রয়োজন!
হলাম বঞ্চিত সহমরণের সুখ হ'তে।

হর্ষ। হোলোনা যখন তব
মহাযাত্রা স্বামীর চিতায়,
নহে বিধাতার ইচ্ছা মরণ তোমার।

এখনো এ কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
আছে তব জীবনের আবশ্যক।

রাজ্যশ্রী। ভাই!
কিবা আবশ্যক এই ব্যর্থ জীবনের!
পতিপুত্রহীনা আমি,
কি হবে বহন করি এ জীবনভার?

হর্ষ। গুরুদেব অশেষ যতনে
করেছেন সুশিক্ষিতা তোমারে, ভগিনি;
তোমার এ উচ্চশিক্ষা, কার্য্যকুশলতা
স্থির বুদ্ধি, হৃদয়ের সৌম্য উদারতা
হবে মম প্রধান সহায়
এ বিপুল সাম্রাজ্যশাসনে।
ভ্রাতা ভগ্নী একমনে
সাধি এই জগতের অশেষ মঙ্গল
ভুলে যাব এ দারুণ জ্বালা।

রাজ্যশ্রী। কেন ভাই করিছ প্রয়াস
বাঁধিতে আবার মোরে সংসার বন্ধনে?

(দিবাকরমিত্রের প্রবেশ)

হর্ষ। শ্রমণ প্রবর!
না মানে প্রবোধ ভগ্নী মম।
তাপে দগ্ধ অন্তরে তাহার
নাহি পারিতেছি আমি করিতে শীতল।

দিবা। শান্ত কর, মা আমার, হৃদয় তোমার!
বুদ্ধিমতী তুমি, ভেবে দেখ মনে

কত দুঃখ হইয়াছে ভ্রাতার তোমার,
বাড়িবে সে দুঃখ শতগুণে
যদি তুমি নাহি মান প্রবোধ তাহার।

রাজ্যশ্রী। ভিক্ষুবর !
করিতেছি শত চেষ্টা বুঝাতে মনেরে
(কিন্তু) ব্যর্থ সব প্রয়াস আমার।

দিবা। হবে মা দুঃখের ভার লাঘব তোমার
যদি দেখ চাহি এই জগতের পানে
জরা ব্যাধি মৃত্যু যথা
করে রাজ্য প্রবল প্রতাপে।
যে ব্যথা তোমার সে ত এই বিশ্বব্যাপী
অনন্ত ব্যথার এক ক্ষুদ্র পরমাণু ;
দাও যদি আপনারে সংসারে মিশায়ে,
মুছাতে প্রয়াস কর মানবের তপ্ত অশ্রুজল,
টেনে লও সে বেদনা আপনার হৃদে,
দেখিবে তা হ'লে নাহি হবে অনুভব
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তব হৃদয় ব্যথার।
সে কর্ম্মজীবন পুনঃ করিবে সঞ্চার
সন্তোষ অন্তরে তব।

রাজ্যশ্রী। শ্রমণ প্রবর !
নাহি আর মমতার লেশ
মৃত্যুভরা সে জীবন পথে।

দিবা। (তবে) ধর মা সে পথ যেথা নাহি মৃত্যু ভয়
শোক দুঃখ বাসনার জ্বালা ;

শান্তির অমিয় উৎস প্রতি পদক্ষেপে
করিবে অন্তর তব স্নিগ্ধ সুশীতল।
জ্ঞানচক্ষু হ'লে উন্মীলিত
অমিতাভ পুণ্যজ্যোতিঃ হেরিবে নয়নে
দিবে সে অনন্ত শক্তি, অন্তিমে নির্ব্বাণ।

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

হর্ষ। (স্বগত) স্কন্দগুপ্ত! কেমনে আসিল হেথা?

স্কন্দ। (স্বগত) একি! রাজ্যশ্রী এখানে!

হর্ষ। স্কন্দগুপ্ত!
কোথা হ'তে আসিলে এখানে?
কোথা ছিলে এতদিন
থানেশ্বর রাজ্য হতে পলায়ন পরে?

স্কন্দ। যুবরাজ! আসিতেছি থানেশ্বর হ'তে।
(শুধু) নহে পলায়ন!
শশাঙ্কের সেনা ল'য়ে করি আক্রমণ
থানেশ্বর পুরা, করিয়াছি পরাজিত
সেনাপতি সিংহনাদে সম্মুখ সমরে,
তারপর দুর্গ তব করি অবরোধ
করিয়াছি অশেষ দুর্গতি তার।

হর্ষ। থানেশ্বর আক্রমণ!
ল'য়ে মম শত্রুর বাহিনী!
তারপর?

স্কন্দ। তারপর জননী আদেশে
পলায়ে এসেছি এই পথে।

হর্ষ। রাজদ্রোহী তুমি! জান তুমি কি শাস্তি তাহার?

স্কন্দ। জানি, তাই আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।
নাহি আর সম্পর্ক আমার
জীবনের পূর্ব্ব অঙ্ক সহ;
ভুলিয়াছি অতীত কাহিনী,
তাই নাহি সাধ্য মম
দিতে তব বাক্যের উত্তর।
নাহি আর মোহ গ্লানি তাপের ধারণা
এ হৃদয়ে। ক্ষমা ভিক্ষা করি, যুবরাজ!

হর্ষ। স্কন্দগুপ্ত! করেছ যে অপরাধ
ক্ষমা তার নাহি মিলে ভিক্ষামাত্র।
শাস্তি তার প্রাণদণ্ড!

স্কন্দ। প্রাণদণ্ড দিবে, যুবরাজ!
কারে দণ্ড দিবে? কোথা প্রাণ?
সহস্র আঘাতে চূর্ণ হয়ে
ধূলা সনে মিশিয়া সে উড়িছে আকাশে,
নাহি কোনো উদ্দেশ তাহার।
(দিবাকরমিত্রের প্রতি)
হে শ্রমণ! পার সেই ধূলারাশি হ'তে
আবার গড়িতে তারে?

দিবা। বিক্ষুব্ধ হৃদয় তব, বিশ্রাম লভিয়া
কর শান্ত আপনারে।

স্কন্দ। আমি শান্ত,—অতি শান্ত!
শান্ত ছেলে করে লেখাপড়া

রাজকন্যার সহিত।
বিশিষ্ট কারণ,—মঙ্গল মম নিহিত তাহাতে,
হুনযুদ্ধে ছিলাম যখন
দেহ হ'তে মুণ্ড মোর প'ড়েছিল খসি।
অবিশ্বাস আমার উপর!
অগ্নিমিত্র! নাহি ভয় রক্ত আঁখি দেখে,
দাও মোর পথ দেখাইয়া!

হর্ষ। স্থির হও স্কন্দগুপ্ত!
নাহি কোনো আশঙ্কা তোমার!

স্কন্দ। বানভট্ট নহে মিথ্যাবাদী।
(দিবাকরমিত্রের প্রতি)
তুমি বানভট্ট?
বিবাহের মন্ত্র ভুলে গেছ?
তাই পরিয়াছ রঙ্গীন কাপড়,
আছে ছুরী লুকানো তাহাতে?
মা, মাগো!

দিবা। বিকৃত দারুণ তাপে শ্বেত শতদল!
হতভাগ্য নর!

স্কন্দ। অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে তরঙ্গ ভীষণ
আসিছে ছুটিয়া গ্রাস করিতে আমারে,
নাহি পথ পালাবার; কোথা যাই?
কেহ মোরে দিবেনা আশ্রয়?

রাজ্যশ্রী। (স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া)
আমি দিব, ভাই!
অহিংসার এই নিকেতনে
ক্ষমা, দয়া, স্নেহ ভিন্ন নাহি অন্যপথ।

দিবা। ভগবান!
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি নারীর হৃদয়!
রমণীর মন, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তার
নাহি পারে অনন্তেরে করিতে ধারণ,
তাই তুমি সান্ত সে হৃদয়ে
পিতা মাতা ভ্রাতা পতিরূপে।

(রাজ্যশ্রীকে মুক্তামালা দিয়া)

লও মা এ মালা,
চন্দ্র যবে তারার বিরহে আর্ত্ত হয়ে
করেছিল বিসর্জ্জন শুভ্র অশ্রুধারা
পড়ি সে সাগরে ধরে মুক্তার আকার,
সে সকলে করিয়া সংগ্রহ নাগরাজ
সৃজিল এ মনোহর মালা।
যবে নাগার্জ্জুন সন্ন্যাসীরে নাগগণ
লয়ে গেল পাতাল পুরেতে,
করিল বাসুকী তারে এই মালা দান।
সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসি
দিল তারে নিজ বন্ধু সাতবাহনেরে।
ক্রমে ইহা আসিয়াছে আমার নিকটে।
অদ্ভুত ইহার শক্তি!
যে ধারণ করিবে ইহারে
ভুলে যাবে সব দুঃখ জ্বালা।
লও দুই ভাগ করি তোমরা উভয়ে
নিবৃত্ত হইবে সব হৃদয়-বেদনা।

পঞ্চম দৃশ্য

বিহার প্রাঙ্গণ

(দিবাকরমিত্র ও হর্ষবর্দ্ধন)

হর্ষ। হে শ্রমণ ! সিদ্ধার্থের উপদেশবাণী
করিয়াছে উন্মীলিত নয়ন আমার ;
মনে হয় ছাড়ি সংসারের কোলাহল,
মায়াময় বন্ধন তাহার,
আসি এই পবিত্র আশ্রমে
নিত্য শান্তি লাভ করি তোমার সঙ্গেতে

দিবা। নহে তার সময়, রাজন্,
এ বয়সে তব।
সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে পড়িয়া
সম্মুখে তোমার এবে। পুত্র নির্ব্বিশেষে
পালিয়া প্রজারে তব,
বিস্তারি তাদের মাঝে শিক্ষা সদাচার,
কার্য্যকুশলতা, ধর্ম্মজ্ঞান,
সাধি তাহাদের সদা অশেষ মঙ্গল,
নিজ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার
আসিবে এ শান্তিধামে তুমি
জীবনের প্রান্তভাগে।

হর্ষ। শিরোধার্য্য উপদেশ তব। কিন্তু ইচ্ছা মম
এই দিব্যজ্যোতিঃ সদা অন্তরে আমার
বিরাজিবে সংসারের শতকর্ম্ম মাঝে।
দীক্ষিত হইব আমি সিদ্ধার্থ সেবায়।

দিবা। দেব অমিতাভ দিন ধর্ম্মে মতি তব।

হর্ষ। চলিলাম আমি এবে গৌড় অভিযানে
রাখিতে প্রতিজ্ঞা মম। যদি আসি ফিরি,
এই শান্তিধামে দীক্ষা করিব গ্রহণ।
দীক্ষিত করুন এবে ভগ্নীরে আমার ;
ক্ষমিয়াছি স্কন্দগুপ্তে আমি,
কাটিয়াছে মানসিক চাঞ্চল্য তাহার,
সেও দীক্ষা করিবে গ্রহণ।

দিবা। (অতি) আনন্দের কথা, নরপতি !
কিন্তু এ ধারণা সদা রাখিবে অন্তরে
পন্থা ভিন্ন—লক্ষ্য এক ;
যে যেপথে যাবে শেষে মিলিবে সকলে।
যে পথে যাইতে তব হয়েছে বাসনা
নহে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদিস্রোত হ'তে ;
অমিতাভ বিষ্ণু-অবতার।

হর্ষ। সে স্রোতের গভীরতা গিয়াছে কমিয়া
সর্ব্বসংহারক কাল বশে।

দিবা। প্রভূত ক্ষমতাশালী তুমি, নরপতি !
করিবে প্রয়াস যাতে আদিস্রোত হ'তে
দূর হয় সঙ্কীর্ণতা তার,

তা হ'লে সে হবে প্রবাহিত
প্রশান্ত, নির্ম্মল এই শাখায় তাহার।
ক্রমে দুই এক হয়ে যাবে।

হর্ষ। বড়ই দুরূহ তাহা, শ্রমণপ্রবর!
নহে, তবে, অসাধ্য চেষ্টার।

দিবা। সিদ্ধার্থ বিধানগত কর্ম্মযোগ সহ
ভক্তির পবিত্র ধারা হবে মিশাইতে।
সে অমৃত পান করি বুঝিবে সকলে
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়—ভক্তি পদমূলে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিহারাভ্যন্তর.

(ভিক্ষুণীবেশে রাজ্যশ্রী ও ভিক্ষুবেশে স্কন্দগুপ্ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে দীক্ষাতরে উপবিষ্ট। দিবাকরমিত্র, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ।)

(গজলের সুরে)—কাহারবা।

দুইজন ভিক্ষুণী।

শান্তি, শান্তি, শান্তি,
(তুমি) মঙ্গল আলোকে বিনাশ হৃদয়ের
দুঃখ দৈন্য ভ্রান্তি।
মরণ জরা ব্যাধি ভরা জীবনের পথে
মোহমায়া ঘোরে হয়ে অন্ধ,
স্বর্গীয় আত্মা ঘুরে মরে অবিরত
অনিত্য দেহে হয়ে বন্ধ।
ছিন্ন করিয়া তার করমের শৃঙ্খল
হরিয়া পথের তাপ ক্লান্তি
বসাও মহাধ্যানে মিশে যাক্ তোমা সনে
অনন্ত নির্ব্বাণে কান্তি।

(যবনিকা পতন)